RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৮, সংখ্যা: ৩, কোচবিহার, শুক্রবার, ৯ ফেব্রুয়ারি - ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 28, Issue: 3, Cooch Behar, Friday, 9 February - 22 February, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

মনীষীর জন্মদিবস পালিত হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোথাও মূর্তি উন্মোচিত হল। কোথাও তাঁর জীবন ও কাজ নিয়ে হলো আলোচনা। বুধবার রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ১৫৯তম জন্মজয়ন্তী পালন হল এমন ভাবেই। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিলেশ রায়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস মাথাভাঙার খলিসামারিতেও জন্মদিবস পালন করা হয়। খলিসামারি পঞ্চানন বর্মার জন্মভিটে। স্বাভাবিক ভাবেই আলোচনায় উঠে আসে পঞ্চাননের ছোটবেলার কথা। উপাচার্য বলেন, "আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মজয়ন্তী পালন করেছি।"

দিনহাটার বুড়িরহাটে মনীষী রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ব্রোঞ্জ মূর্তি উন্মোচিত হয়। এদিন বিকেলে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দিনহাটা-২ নম্বর ব্লকের বুড়িরহাট-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চানন পীঠে মনীষীর পূর উন্মোচন হয়। মনীষী রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ব্রোঞ্জ মূর্তি উন্মোচন করবার কথা ছিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের, কিন্তু তিনি বিশেষ কারণে উপস্থিত থাকতে না পারায় তার পরিবর্তে উন্মোচন করেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক । এদিন এই মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বুড়িরহাট বাজার পরিক্রমা করে একটি শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, সেই শোভাযাত্রায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী চণ্ডী নৃত্য, বৈরাতি নৃত্য পরিবেশিত হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, দীপক কুমার ভট্টাচার্য, প্রশান্ত নারায়ণ ইশোর সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মূল সাংস্কৃতিক মঞ্চে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিবর্গরা মনীষী রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তৃণমূলের প্রার্থী কোচবিহারে, গুঞ্জন শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: লোকসভা নির্বাচনের আর বেশি দেরি নেই। যে কোনও সময়ই দামামা বাজিয়ে দিতে পারে নির্বাচন কমিশন। এমন অবস্থার মধ্যেই জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে কোচবিহার ঘুরে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ফিরে যাওয়ার পরেই প্রশ্ন উঠেছে, এবারে লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহারে কাকে প্রার্থী করবে তৃণমূল। বিজেপি সূত্রের খবর, এবারে কোচবিহারে বিজেপির প্রার্থী বদল করার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। সেক্ষেত্রে কোচবিহারে এবারেও বিজেপির প্রার্থী হচ্ছে নিশীথ প্রামাণিক। তিনি বর্তমানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বিরুদ্ধে জবরদস্ত প্রার্থী না হলে লড়াই একপেশে হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সে কথা মাথায় রেখেই তৃণমূল প্রার্থী নির্বাচন করবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। যা নিয়ে অবশ্য রাজ্যের শাসক দলের কোনও নেতাই মন্তব্য করতে নারাজ। প্রত্যেকেরই একই বক্তব্য, "লোকসভার প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।" এখন দেখার বিষয়, পুরনোদের উপরেই আস্থা রাখে দল না নতুন মুখের উপর।

পুরনোদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, এছাড়া তৃণমূলের প্রার্থী হয়েও ভোটে হেরে যাওয়া পরেশ অধিকারী থেকে গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ। গিরীন্দ্রনাথ বাম আমলে লোকসভা ভোটে তৃণমূলের হয়ে দাঁড়িয়ে হেরে যান। মাঝে তিনি দীর্ঘসময় কার্যত রাজনীতির বাইরে ছিলেন। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকে গিরীন্দ্রনাথ ফের সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতে শুরু করেন। ২০১৪ সালে কোচবিহার লোকসভা আসন তৃণমূল দখল করে। সেই সময়ের তৃণমূল সাংসদ রেণুকা সিংহ অসুস্থ হয়ে প্রয়াত হন। তার পরে ২০১৬ সালে লোকসভা উপনির্বাচনে কোচবিহারে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী পার্থপ্রতিম রায়। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দল নতুন মুখ হিসেবে ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া পরেশ অধিকারীকে টিকিট দেয় দল। পরেশ বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের কাছে ৫৪ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত হন। নিশীথ একসময় যুব তৃণমূলের কোচবিহার জেলার নেতা ছিলেন। পরে দল থেকে তাঁকে বহিস্কার করা হলে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। মনে করা হয়, বাম থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া পরেশকে মেনে নেয়নি তৃণমূলেরই একটি অংশ। সেই ভোট চলে গিয়েছে নিশীথের কাছে। আর তাতেই পিছিয়ে পড়েছে তৃণমূল। আরেকটি অংশ মনে করছে, তৃণমূলের জেলা নেতারা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত। ২০১৯ সালে পরেশ সেই সময়ের তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন। সে জন্য রবীন্দ্রনাথ বিরোধী অংশ পরেশের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। এবারে সে সব নিয়ে সতর্ক দল। বার বার জেলার সমস্ত নেতৃত্বকে একসঙ্গে চলার বার্তা দিয়েছে দল। সেক্ষেত্রে এবারে কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন সবাই। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "তৃণমূলের জয় কোনোভাবেই সম্ভব নয়।"

দিনহাটায় সিপিআইএমের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং প্রাক্তন সিপিআইএম বিধায়ক নিরাপদ সরকারের মুক্তির দাবিতে দিনহাটা থানায় বিক্ষোভ দেখালো সিপিআইএম। সোমবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম জেলা নেতা তারাপদ বর্মন, মহিলা নেত্রী সুজাতা চক্রবর্তী, প্রবীর পাল, শুভ্রালোক দাস প্রমুখ। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএম নেতৃবৃন্দ বলেন, সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর যে অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে তা ন্যাক্কারজনক। যা গোটা রাজ্যবাসীর লজ্জা। গভীর রাতে বাড়ি থেকে মহিলাদের তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী। এই ঘটনার বিরুদ্ধে সেখানকার মহিলারা যখন প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তখন পুলিশ শাজাহান ও শিবুর মতো তৃণমূলের সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তার না করে সাধারণ মানুষকে গ্রেপ্তার করছে। সিপিআইএমের প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ১১১ জন নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। যা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে শুরু হল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শুরু হল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। শুক্রবার ১৬ ফেব্রুয়ারি কড়া নজরদারির মধ্যে দিয়ে কোচবিহার জেলায় পরীক্ষা শুরু হয়। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, মাধ্যমিকের মতো উচ্চমাধ্যমিকেও মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যায় ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি। কোচবিহার জেলায় এবছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭,২০৫ জন। তাদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা সাড়ে ১১ হাজারের মতো। ছাত্রী রয়েছে সাড়ে ১৫ হাজারের মতো। ওই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মিত পরীক্ষার্থী ২৫,৩৫৪ জন। তাদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ১১,০৭৩ জন। ছাত্রী ১৪,২৮১ জন। এবার জেলার মোট ১০১ টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে ৩৪ টি কেন্দ্র স্পর্শকাতর। সেখানে বিশেষ নজরদারির বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। সিসিটিভি, হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর ছাড়াও বেশ কিছু পরীক্ষাকেন্দ্রে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ডিটেক্টরও রাখা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধের জন্য একাধিক জেলায় ৩০টি পরীক্ষা স্পেশাল বাস চালাবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "প্রশাসন, শিক্ষা দফতরের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে পরীক্ষার্থীদের সুবিধের জন্য ৩০ টি বাস একাধিক রুটে চালানোর হচ্ছে। তার মধ্যে কোচবিহার জেলায় ১০ টি, আলিপুরদুয়ার জেলায় ৮ টি, জলপাইগুড়িতে ৫ টি ও দার্জিলিং জেলায় ৭ টি বাস চালানো হচ্ছে।"

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কোচবিহার ডিসট্রিক্ট অ্যাডভাইসরি বোর্ডের যুগ্ম আহ্বায়ক মানস ভট্টাচার্য বলেন, "প্রথমদিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শুরু হয়েছে। সমস্ত কেন্দ্রেই সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। জেলার স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলিতে অবশ্য আরও বিশেষভাবে নজর থাকবে।"

শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মাধ্যমিকে প্রশ্নপত্র 'ভাইরাল' হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সে কথা মাথায় রেখে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে বাড়তি সতর্কতা, নজরদারি রাখা হয়েছে। পরীক্ষা চলবে ২৯ তারিখ পর্যন্ত। ওই কয়েকদিন ট্রাফিক ব্যবস্থাতেও জোর রয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় রাজ্য ভাওয়াইয়া, বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দিন কয়েক পরেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই শুরু হবে রাজ্য ভাওয়াইয়া অনুষ্ঠান। চারদিন ধরে তা চলবে। পরীক্ষার সময় ওই অনুষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় ক্ষতি করবে বলে অভিযোগ করেছেন অনেকেই। তা নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। রাজ্য ভাওয়াইয়া কমিটি অবশ্য দাবি করেছে, মাঠের চারদিক ত্রিপল দিয়ে ঘেরাও করে ওই অনুষ্ঠান হবে। সেখান থেকে আওয়াজ বেরোনোর কোনও সুযোগ থাকবে না। ৮ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার রাজ্য ভাওয়াইয়া কমিটির প্রথম বৈঠক হয়। রাজ্য ভাওয়াইয়া কমিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "তুফানগঞ্জ কলেজের মাঠে রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হবে। সেখানে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নেই। মাঠের চারদিকে পাঁচিল দেওয়া রয়েছে। এর বাইরেও মাঠ ঘেরাও করা হবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে যাতে মাঠের বাইরে মাইকের আওয়াজ না যায়।" আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। চলবে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। পরীক্ষা শুরুর বাহাত্তর ঘন্টা আগে থেকে মাইক ব্যবহারের উপরে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সেখানে রাজ্য ভাওয়াইয়া শুরু হবে ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তুফানগঞ্জ কলেজের মাঠে ওই ভাওয়াইয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। অভিযোগ, ওই প্রতিযোগিতায় মাইক ব্যবহার না করে করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে কলেজ লাগোয়া এলাকায় যে ছাত্র-ছাত্রীরা রয়েছেন তাঁরা ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। যদিও তা মানতে রাজি নয় ভাওয়াইয়া কমিটি। তারা দাবি করেছে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির পেন্সিল বক্স ওই অনুষ্ঠানের ব্যবহার করা হবে। অনুষ্ঠানের চারদিক ঘিরিয়ে দেওয়া হবে যাতে কোনও আওয়াজ বাইরে না যায়। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "পরীক্ষার সময় মাইক বাজানো একদম ঠিক নয়। অনুষ্ঠানের সূচি এক-দুদিন এদিক ওদিক করা যেতে পারত। আসলে কোনও কিছুতেই কোনও পরিকল্পনা নেই।" বিতর্ক এড়াতে ওই বৈঠকে বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়া সহ চারজনকে আমন্ত্রিত সদস্য করা হয়। সেই তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী হিতেন বর্মণ, গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ এবং ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মল রায়। সিতাইয়ের বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়া ভাওয়াইয়া কমিটিতে না থাকায় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল তৃণমূলের অন্দরে। এদিন জগদীশকে আমন্ত্রিত সদস্য করায় খুশি তাঁর অনুগামীরা।

নিয়োগের পরেও শিক্ষক সঙ্কট কাটেনি প্রাথমিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: হাতে গোনা শিক্ষক। কোনও স্কুলে একজন। কোথাও দু'জন। আবার তার মধ্যেই কাউকে কাউকে ছুটতে হচ্ছে সরকারি কাজে। এমন অবস্থার মধ্যে ৩৬৭ জন শিক্ষক কাজে যোগ দিয়েছে কোচবিহারে। তাতে অনেকটা সমস্যা মিটেছে বলে দাবি প্রশাসন কতৃপক্ষের। কিছুক্ষেত্রে অবশ্য অভিযোগ রয়েছে, অনেক স্কুলেই ছাত্রছাত্রী অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যাও কম রয়েছে। শিক্ষা দফতর সূত্রেই জানা গিয়েছে, সবমিলিয়ে জেলায় প্রয়োজন আরও অন্ততপক্ষে ছ'শো জন শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল। সেখানে এই দফায় ৩৬৭ জন পাওয়া গিয়েছে। শিক্ষকদের অনেকেই জানিয়েছেন, শিক্ষক অপ্রতুলতার কারণে পড়াশোনা নিয়ে সমস্যা বাড়ছিল। অনেক সময়ই প্রাথমিকের সিলেবাস শেষ করা সম্ভব হচ্ছিল না। আবার একজন শিক্ষককে একাধিক ক্লাস নিতে হচ্ছিল। তাতে তিনি ছাত্রছাত্রীদের সঠিক সময় দিয়ে উঠতে পাচ্ছেন না। কোচবিহার জেলা স্কুল পরিদর্শক মৃণালকান্তি রায় বলেন, “এখন সব স্কুলেই প্রায় প্রয়োজনীয় শিক্ষক রয়েছে।” শিক্ষা দফতরের এক আধিকারিক বলেন, “বেশ কিছু স্কুলে খুবই সমস্যা হচ্ছিল। এবারে কিছুটা হলেও সমস্যা মিটেছে। আরও কিছু শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। সেটাও মিটবে বলে আশা করছি।”

স্কুল দফতর সূত্রেই জানা গিয়েছে, যে সব স্কুলে একজন শিক্ষক ছিলেন সেখানে অতিরিক্ত শিক্ষক দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার জেলায় বর্তমানে ১৮৫২ টি স্কুল চলছে। সবমিলিয়ে শিক্ষক রয়েছেন সাত হাজার জন। অথচ সবমিলিয়ে ৭২৪৫ জন শিক্ষক থাকার কথা। তাতে যে হিসেব উঠে আসছে, দুশোর কিছু বেশি শিক্ষকের পদ এখনও শূন্য রয়েছে। ওই পদ পূরণের জন্য নতুন নিয়োগ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। কোচবিহারে এমন ৭ টি স্কুল ছিল যেখানে একজন মাত্র শিক্ষক ছিল। ধাপে ধাপে ওই স্কুলগুলির অধিকাংশে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। তার পরেও সমস্যা যে পুরোপুরি মিটেছে এমনটা নয়। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলার সভাপতি পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য বলেন, “কোচবিহারে একটি প্রত্যন্ত জেলা। জেলার অধিকাংশ মানুষ সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে নির্ভরশীল। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়ছে। কিন্তু সেই হিসেবে শিক্ষক ছিল না দীর্ঘদিন। এবারে কিছুটা মিটেছে।”

বঙ্গীয় নব-উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক তপন ভৌমিক বলেন, “ছাত্রছাত্রী অনুপাতে সঠিক ভাবে শিক্ষক নিয়োগ স্কুলগুলিতে হয়নি। তার উপরে উৎসশ্রী প্রকল্পে অনেকে বদলি নিয়ে চলে গিয়েছেন। নতুন নিয়োগ হওয়ায় কিছুটা সমস্যা মিটেছে।” শাসক দলের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের কোচবিহার জেলার নেতা সুব্রত নাহা বলেন, “সমস্ত স্কুলেই শিক্ষক রয়েছে। কিছুক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী অনুপাতে শিক্ষক কম রয়েছে। নতুন নিয়োগে যতটা সম্ভব ছিল, তা মিটেছে।”

তৃণমূল ও ফরওয়ার্ড ব্লকের পঞ্চ শহীদ দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটায় পৃথকভাবে পঞ্চ শহীদ দিবস পালন করল তৃণমূল কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লক। দিনহাটা মহাকুমা শাসক দপ্তরের মূল ফটকের সামনে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন বিশু ধর, দিনহাটা পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌরী শংকর মহেশ্বরী, মৌমিতা ভট্টাচার্য, ভাইস চেয়ারম্যান সাবীর সাহা চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত সকলে শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে পঞ্চ শহীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের পর ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকেও পঞ্চ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। চড়ক মেলা মাঠ সংলগ্ন এলাকা থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব মিছিল করে দিনহাটা মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে অস্থায়ী শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধা জানান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সভাপতি গোবিন্দ রায়, জেলা সম্পাদক অক্ষয় ঠাকুর, জেলা সভাপতি দীপক সরকার, প্রাক্তন সাংসদ নৃপেন রায়, আব্দুর রউফ ও শহীদ পরিবারের সদস্যরা।

উল্লেখ্য ২০০৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সারা রাজ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেয়। সেই আন্দোলনের জেরে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে দিনহাটা শহর। সেদিন এক পুলিশকর্মী ছাড়াও পাঁচজন ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীর মৃত্যু ঘটে। নিহত পাঁচজন ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীরা হলেন স্বর্গীয় প্রদীপ বর্মন, স্বপন মহন্ত, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, নীরেন হালদার, নিরোধ বর্মন।

তামাকের বদলে বিকল্প চাষে উৎসাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ধীরে ধীরে কমছে তামাক চাষ। কারণ সরকার চাইছে না আর তামাক চাষ হোক। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দিনহাটার কেন্দ্রীয় তামাক গবেষণা কেন্দ্র। বদলে বিকল্প চাষে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের। ভুট্টা, সর্ষে, আলু, ধান চাষে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে কোচবিহারে। কিন্তু তামাকের মতো আয় নেই কোনও ফসলেই তা নিতে আক্ষেপ কৃষকদের। কৃষকদের একটি বড় অংশ ওই চাষ ছেড়ে অন্য চাষে যেতে চাইছেন না। কোচবিহার জেলার উপকৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) গোপাল মান বলেন, “সরকারি নির্দেশ মেনে তামাক চাষের বদলে বিকল্প চাষে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বহু কৃষক তামাক ছেড়ে অন্য চাষের দিকে ঝুঁকেছেন। এই অবস্থায় নতুন করে তামাক নিয়ে কোনও ভাবনা নেই।”

কোচবিহার জেলায় প্রায় এগারো হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়। যার বেশিরভাগটাই দিনহাটা, সিতাই, শীতলখুচি ও মাথাভাঙায় হয়। তামাক চাষিরা জানিয়েছেন, এক বিঘা তামাক চাষে দশ থেকে বারো হাজার টাকা খরচ রয়েছে। সেখানে এক বিঘা জমি থেকে কমপক্ষে দশ মণ তামাক উৎপাদন হয়। যা বাজারে অন্তত পঁচিশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। সেখানে এক বিঘা জমি থেকে বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা আয় করা সম্ভব। সিতাইয়ের তামাক চাষি রবীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, “তামাক চাষ করে সংসার চলে আমাদের। এই অবস্থায় চাষ বন্ধ করে দিলে অথৈ জলে পড়তে হবে আমাদের। এছাড়া আমি দুই বিঘা জমিতে তামাকের বদলে সর্ষে চাষ করেছিলাম। সেখানে দুই হাজার টাকা এক বিঘা জমি থেকে লাভ হবে কি না সন্দেহ আছে।” তৃণমূলের কৃষক সংগঠনের নেতা অমল রায় বলেন, “তামাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফসল তা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। কিন্তু নেশাদ্রব্যের কথা মাথায় রেখেই বিকল্প চাষের কথা বলা হচ্ছে। কৃষকদের যাতে কোনও অসুবিধে না হয় সেদিকে নজর রাখছে সরকার।”

ক্ষোভ প্রকাশ রামানুজের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন ভাইরাল প্রসঙ্গে সিস্টেম নষ্ট করার চেষ্টার অভিযোগ তুললেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। ৫ ফেব্রুয়ারি সোমবার কোচবিহার সফরে এসে একাধিক স্কুল পরিদর্শন করেন তিনি। এর পরেই তিনি ওই অভিযোগ করেন। গত ২ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি পরীক্ষা হয়েছে। একাধিক বিষয়ের পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। যা ভালো চোখে দেখছে না পর্ষদ। রামানুজ কোচবিহারের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি সহ একাধিক জেলা পরিদর্শন করেন। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। রবিবার রাতে আলিপুরদুয়ারে পৌঁছান পর্ষদ সভাপতি। সোমবার সকালে আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া মাঝেরডাবরি উচ্চ বিদ্যালয় ও রবিকান্ত হাইস্কুল পরিদর্শন করেন তিনি। এরপর তিনি কোচবিহারের মনীন্দ্রনাথ হাইস্কুলেও যান। মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রশ্ন ভাইরাল সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে তিনি বলেন, “কোথাও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ব্যাপারটা চলছে। সিস্টেমটা নষ্ট করতে চক্রান্ত করা হচ্ছে। বাচ্চাদের জীবন নিয়ে খেলা করার নেপথ্যে কারা রয়েছে তাদের খুঁজে বের করতে হবে।”

পলাশ-গোলাপের চাহিদা তুঙ্গে কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কেউ ছুটছে কুমোরটুলি, তো কেউ ছুটছে বাজার। কেউ ফুলগলিতে তো কেউ আনাজগলিতে। সরস্বতী পুজোয় ফলমূল তো পাতে পড়বেই, কিন্তু খিচুড়ি ও লাবড়া না হলে যেন স্বাদ কিছুতেই মেটে। বাঙালির উৎসব মানেই পেট পুজো। আর তা সরস্বতী পুজো তাহলে তো খিচুড়ি পাতে পড়তেই হবে। আর আয়োজন করা হয় সে কথা মাথায় রেখেই। তবে এবার সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে ফুলের লড়াই। পলাশ বনাম গোলাপে। কোচবিহারে হাসপাতাল লাগোয়া ফুল মার্কেটে গেলেই চোখে লড়বে সেই ফুলের লড়াই। কেউ যেন হার মানতে চাইছে না। কারণ এবারে সরস্বতী পুজো ও ভ্যালেন্টাইনস ডে পড়েছে একইদিনে। ফুল মার্কেটে জটলা বেঁধে থাকা তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ বলে, “বাঙালির ভ্যালেন্টাইনস ডে তো সরস্বতী পুজো। আর এবারে দুটোই একসঙ্গে। তাই পলাশের সঙ্গেই গোলাপ কিনছি।” আর এই সুযোগে এক লাফে ফুলের দাম হয়েছে দ্বিগুণ। যে ফুলের দাম ছিল দশ টাকা, এখন তা কিনতে হচ্ছে বিশ টাকায়। কোচবিহারের ফুল ব্যবসায়ী সুব্রত চৌধুরী বলেন, “ফুলের চাহিদা যেমন বেড়েছে, তেমনই দামও বেড়েছে।” ফুল ব্যবসায়ীরা জানান, ব্যাঙ্গালুরু থেকে আনতে হচ্ছে গোলাপ। আর পলাশ আনতে হচ্ছে কলকাতা, রানাঘাট থেকে। ডাচ গোলাপের একটির দাম হয়েছে ৭০ টাকা। দিন কয়েক আগেও যা ছিল পঞ্চাশ টাকা। মিনি গোলাপের একটির দাম ২০ টাকা। যা ছিল ১০ টাকা। দাম বেড়েছে গাঁদা ফুলের। যা ফুলের একটি মালার দাম ছিল ১৫ টাকা তা হয়েছে ৩০ টাকা। পলাশ ফুলের গাছ রয়েছে কোচবিহারেও। সেই ফুলই সাধারণত বাজারে ওঠে। এবারে স্থানীয় পলাশ ফুলের সঙ্কট রয়েছে। তাই ভরসা করতে হচ্ছে কলকাতা, রানাঘাটের উপরে। সেখান থেকে ইতিমধ্যেই পনেরো কুইন্টাল পলাশ পৌঁছেছে কোচবিহারে। সেই ফুলেরদামও অনেকটা। সাত থেকে আটটি পলাশ ফুলের দাম ৫০ টাকা। উদ্যান ও পালন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সেপ্টেম্বরের শেষে প্রচণ্ড গরম এবং মেঘলা আবহাওয়ার কারণে পলাশ ফুলের উৎপাদন ব্যাহত হয়। যে কারণেই দাম এমন আকাশছোঁয়া। আরেক ফুল ব্যবসায়ী বলেন, “এই সময়ে ফুলের চাহিদা তীব্র জায়গায় পৌঁছায়। গোলাপ ও পলাশের চাহিদা তুঙ্গে রয়েছে। তাই দুটোর দাম বেড়েছে।”

দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কে হবিবপুর থানা অন্তর্গত ঘোষপাড়া ব্রিজের পাশে দুটি বাসে মুখোমুখি ধাক্কা, অল্পের জন্য রক্ষা পেলো যাত্রীরা। জানা গিয়েছে প্রায় দেড়টা নাগাদ মালদা ও নালাগোলা দুই দিক থেকে আসা দুটি বাস ঘোষপাড়া ব্রিজে কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা মারে এলাকাবাসী দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে যাত্রীদের উদ্ধার করে। প্রায় কিছুক্ষণ ধরে মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক বন্ধ হয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ছুটে আছে হবিবপুর থানা আইসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। দুটি বাসকে রাস্তা থেকে সরানো হয়। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচে যাত্রীরা আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য বুলবুলচণ্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য জানান মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কে দ্রুত গতিতে বাস চলাচল করে প্রশাসনের কাছে অনুরোধ বিষয়টি যেন নজর রাখে। আজ অল্পের জন্য যাত্রীরা প্রাণে বাঁচে।

সিতাইয়ে ফের বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: সিতাইয়ে ফের বাইক দুর্ঘটনায় মৃত এক, আহত এক। সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই ফের সিতাইয়ে ট্রাক্টর ও বাইক সংঘর্ষে প্রাণ গেলো এক যুবকের। মৃত ব্যক্তির নাম মনোজিৎ বর্মন। জানা যায় মৃত ব্যক্তির বাড়ি সিতাই ব্লকের চামটার পানি খাওয়ায়। সোমবার সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ মৃত ব্যক্তির দাদু কমল বর্মন জানায় গতকাল রাতে কোন এক বাড়িতে অনুষ্ঠান থেকে বাইকে করে তার আত্মীয় একজন সহ বাড়ি ফিরছিল মনোজিৎ বর্মন। বাড়ি ফেরার সময় ঘটে এরকম পথ দুর্ঘটনা! সিতাই থানা সূত্রে জানা যায় রাত ১১ টা নাগাদ সিতাই বাজার সংলগ্ন গিরিধারী রোডে, একটি ট্রাক্টরের জ্বালানি তেল শেষ হয়ে গেলে ট্রাক্টর ড্রাইভার ট্রাক্টরটি ওখানেই রেখে তেল আনতে আসে। অন্যদিকে সিতাই বাজার থেকে আসা বাইকটি সজোরে ধাক্কা মারে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ট্রাক্টরের ট্রলির পিছনে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মনোজিৎ বর্মনের আর একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় তবে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কোচবিহারে রেফার করা হয়। রাতেই মনোজিৎ বর্মনের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ এবং আজ দুপুর একটা নাগাদ মরদেহ ময়নতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

Vol: 28, Issue: 3, 9 February - 22 February, 2024
পূর্বোত্তর

আটিয়াবাড়িতে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটায়-১ নম্বর ব্লকের আটিয়াবাড়ি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান সুভাষ বর্মন সহ কুড়িটি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন। বুধবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ এক সভার মাধ্যমে তাদের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেন সিতাই বিধানসভার বিজেপির ৫ নম্বর মন্ডল সভাপতি ঈশ্বরচন্দ্র দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সহ-সভাপতি রফিক খান, বাপি সরকার, বাবলু বর্মন প্রমুখ। এদিন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি দলে যোগদান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিজেপি নেতা ঈশ্বর চন্দ্র দেবনাথ বলেন, তৃণমূল সরকারের উপর মানুষ বীতশ্রদ্ধ। তৃণমূলের রাজত্বে রাজ্যের সর্বত্র চলছে অরাজকতা। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসগুলোতে চলছে লুটপাট। সাধারণ মানুষ প্রতিদিন সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তৃণমূলের নেতা- কর্মীরা রাজনীতিকে ব্যবসায় পরিণত করেছে। ফলে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছেন। রাজ্যের প্রতিদিন বেকার সমস্যা বেড়ে চলেছে । অথচ বেকারদের সমস্যা মেটানোর জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না তৃণমূল সরকার। তাইতো দলে দলে মানুষ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি দলে যোগ দিচ্ছেন। কারণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ বুঝতে পারছেন একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারাই দেশের উন্নয়ন সম্ভব বলে তিনি বলেন।

বিজেপি কর্মীকে নতুন বাইক উপহার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: শালমারার এক বিজেপি কর্মীকে নতুন বাইক উপহার দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ভেটাগুড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাসভবনে শালমারার বিজেপি কর্মী লালা বর্মনকে নতুন বাইক দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। প্রসঙ্গত বিজেপির অভিযোগ গতকাল নাজিরহাট বাজারে বিজেপির সভায় হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। সেই হামলায় বিজেপি কর্মী লালা বর্মনের বাইক ভাঙচুর করে বলেও অভিযোগ করে বিজেপি। রাজনৈতিক কারণে বিজেপি কর্মীর বাইক ভাঙচুর হওয়ায়,তার পরিবর্তে বিজেপি কর্মীকে নতুন বাইক দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। তিনি ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন তরণী কান্ত বর্মন, মাফুজা খাতুন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

হরিরহাটে পথসভা তৃণমূল কংগ্রেসের

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: হরিরহাট দলীয় কার্যালয়ের সামনে পথসভা করল তৃণমূল কংগ্রেস, উপস্থিত বিধায়ক। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ আগামী লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করেই এদিন এই পথসভা করে তৃণমূল। এই বিষয়ে বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, আমাদের সারা বছর দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সেই মত আজকের এই পথসভা। প্রসঙ্গত সদ্য দুইদিন আগে সংশ্লিষ্ট ওই এলাকায় আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, এবং সেখানে জনসংযোগও করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। সে কারণেই পাল্টা হরিরহাটে পথসভার মধ্য দিয়ে জনসংযোগ কর্মসূচি করল তৃণমূল কংগ্রেস। এইদিন বিধায়ক ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক নূর আলম হোসেন ও অন্যান্য নেতৃত্ব

বিজেপি থেকে তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: লোকসভা ভোটের আগে দিনহাটার সিতাই বিধানসভায় বড় ভাঙ্গন বিজেপিতে। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের হাত ধরে বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দিলেন গিতালদহ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ এর ২৮৫ নম্বর বুথের বুথ সভাপতি আব্দুল আজিজ মিঁয়া সহ প্রায় ৪৫ টি পরিবার। তৃণমূলের যোগদানকে পাল্টা কটাক্ষ বিজেপির। এদিন জেলা তৃণমূল সভাপতি নিজে তাদের হাতে পতাকা তুলে দেন। যোগদান শেষে জেলা সভাপতি জানান, লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির এই ভাঙ্গন এবং তৃণমূলের যোগদান প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। এদিনের এই যোগদান সভায় জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গিতালদহ-১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মাহফুজার রহমান, চেয়ারম্যান জাকির হোসেন ছাড়াও অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব এবং জনপ্রতিনিধিরা। এই যোগদানকে কটাক্ষ করে কোচবিহার জেলা বিজেপি সম্পাদক অজয় রায় জানান, তৃণমূলের যে খারাপ সময় চলছে এই সময় নতুন করে তৃণমূলে আর কেউ যোগ দেবে না। তাই তৃণমূল নেতৃত্ব নিজের দলের লোকদেরকেই পতাকা হাতে তুলে দিয়ে দলবদলের নাটক করছে।

আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে নিশীথ প্রামাণিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: গিতালদহে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর বাড়ি এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। রবিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ সিতাই বিধানসভার গিতালদহ-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামের আক্রান্ত বিজেপি কর্মী মন্টু মিঁয়ার বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি তার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন নিশীথ প্রামাণিক। সেখানে সংবাদমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে নিশীথ প্রামাণিক বলেন, যারা এলাকায় সন্ত্রাস করছে তাদের নামের তালিকা করা হচ্ছে আগামী দিনে তাদের কাউকে ছাড়া হবে না। এছাড়াও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি, সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার এবং তৃণমূল নেতাদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। তিনি আরো বলেন, সময় খুব ঘনিয়ে আসছে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বিধায়কের নাম নেই, ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজ্য ভাওয়াইয়া কমিটিতে সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়ার নাম না থাকায় কোন্দল শুরু হয়েছে রাজ্যের শাসক দলের অন্দরে। বিধায়ক অনুগামীরা প্রকাশ্যে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন খোদ বিধায়কও। বিধায়কের দাবি, দলে তিনি গুরুত্ব পাচ্ছেন না। শুরু থেকেই তাঁকে ব্রাত্যংকরে রাখা হয়েছে। বিধায়ক অনুগামীদের দাবি, জগদীশ রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। ভাওয়াইয়া গান ও রাজবংশী সংস্কৃতির অঙ্গ। কোনও ভাবেই জগদীশকে বাদ দিয়ে কোনও কমিটি হতে পারে না। এর পিছনে বড় কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার রাজ্য ভাওয়াইয়া কমিটির প্রথম বৈঠক হয় কোচবিহার জেলাশাসকের কনফারেন্স রুমে। সেখানে জগদীশ সহ আরও পাঁচজনকে ওই কমিটিতে যোগ করে নেওয়া হয়। জগদীশ ছাড়াও সেখানে রয়েছেন ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মল রায়, প্রাক্তন মন্ত্রী হিতেন বর্মণ ও গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ। ওই কমিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ বলেন, “এই কমিটি রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে। এখানে আমাদের কোনও বিষয় নেই। তবে আমরা প্রথম বৈঠকে কমিটির নতুন সদস্য সংযোজন করে নিয়েছি। প্রথম মিটিংয়েই জগদীশ বসুনিয়াকে কমিটির সদস্য করা হয়েছে।” বিধায়ক জগদীশ বলেন, “আমার প্রতি বঞ্চনা হয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আমি বিরোধী দলের বিধায়ক। অসম্মানিতও বোধ করছি। কেন এমন করা হচ্ছে আমার সঙ্গে বুঝতে পাচ্ছি না। দলের ভাবনাও বুঝতে পাচ্ছি না।”

সোমবার রাজ্য ভাওয়াইয়া কমিটির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ২১ জনের একটি কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথকে। এছাড়া ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক ও বংশীবদন বর্মণ। এছাড়া কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, মেখলিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক পরেশ অধিকারী, রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবরাইক, আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, বিজয়চন্দ্র বর্মণ, জোসেফ মুন্ডা এবং অভিজিৎ দে ভৌমিক। এছাড়া কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপাররা কমিটিতে রয়েছেন।

জগদীশ অনুগামী বলে পরিচিত কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন বলেন, “এটা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতায় একজন রাজবংশী একজন বিধায়ককে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে। ২১ জনের কমিটি করা হয়েছে অথচ সেখানে বিধায়কের নাম নেই। আমরা ধিক্কার জানাই।” রবীন্দ্রনাথ জানান, আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি তুফানগঞ্জ কলেজ ময়দানে রাজ্য ভাওয়াইয়া অনুষ্ঠিত হবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ওই জায়গা ঘেরাও করে অনুষ্ঠান হবে।

কোটি টাকা খরচ করে শহর জুড়ে তৈরি হবে শৌচাগার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: প্রায় কোটি টাকা খরচ করে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ‘টয়লেট ব্লক’ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোচবিহার পুরসভা। ১৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার কোচবিহার বাস টার্মিনাসে একটি টয়লেট ব্লকের উদ্বোধন করেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে বাস টার্মিনাসে একটি টয়লেট ব্লক তৈরির দাবি ছিল। সেখানে শৌচাগারের যা ব্যবস্থা রয়েছে, তা পর্যাপ্ত নয়। সে জন্য এবারে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে টয়লেট ব্লক তৈরি করা হয়েছে। সেখানে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। চেয়ারম্যান বলেন, “দীর্ঘদিনের দাবি মেনে ওই টয়লেট ব্লক তৈরি করা হল। যেখানে সমস্ত অত্যাধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে। এমন টয়লেট ব্লক শহরের বিভিন্ন জায়গায় আমরা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।” তিনি জানান, রাসমেলার মাঠ, এনএন পার্ক থেকে শুরু করে একাধিক জনবহুল এলাকায় ওই টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হবে। প্রত্যেক বছর রাসমেলার সময় হাজার হাজার মানুষকে শৌচাগার নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। অস্থায়ী শৌচাগার তৈরি করে ওই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। উল্টে প্রত্যেক বছর প্রচুর

খরচের মধ্যে পড়তে হয় পুরসভাকে। সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে পুরসভা। সাধারণ মানুষের অনেকের অভিযোগ, বহু টাকা খরচ করে শৌচাগার তৈরি করার পরে তা রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ওই শৌচাগার ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ বলেন, “এবারে তেমন সুযোগ থাকবে না। এবারে শুধু তৈরি নয়, নজরদারি থাকবে বছরভর। সাধারণ মানুষের অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থাও থাকবে। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

দেবী সরস্বতীর আরাধনায় জোরপাকুরি উচ্চ বিদ্যালয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: গোটা বাংলা যখন আজ মেতে উঠেছে দেবী সরস্বতীর আরাধনায়, ঠিক সেই সময়ই এক ব্যতিক্রমী পূজোয় মেতে উঠলো দিনহাটা-১ নং ব্লকের জোরপাকুরি উচ্চ বিদ্যালয়। বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ একেবারেই প্রথাগত ব্রাহ্মণ ছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পৌরহিত্য বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকারা মেতে উঠলেন দেবী সরস্বতীর আরাধনায়। সমগ্র পূজা পরিচালনা ও পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর দুই ছাত্রী প্রেয়সী বাগচী ও সুস্মিতা স্নেহালনবিস। নিজের বিদ্যালয়ের পূজো নিজের হাতে

করতে পেরে খুশি দুই ছাত্রীও। তারা জানান তাদের এই পুজোর ব্যাপারে যাবতীয় অনুশীলন ও উৎসাহ প্রদান করেছেন বিদ্যালয়ের করণিক তথা কোচবিহারের রাজ পুরোহিত হিরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৌশিক সরকার জানান, তাদের বিদ্যালয়ের পূজো বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হচ্ছে এর থেকে ভালো খবর আর কিছু হতে পারে না। তিনি ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গল কামনা করেন।

সম্পাদকীয়

সব নিয়তি জানেন

সর্বভারতীয় একটি সমীক্ষায় উঠে এসেছিল, ভাগের অঙ্কে পিছিয়ে রয়েছে কোচবিহার। আর নিচু ক্লাসে মাতৃভাষা পড়াতেও। বাগদেবীর আরাধনা শেষ হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা উপোস থেকে অঞ্জলি দিয়েছি। প্রার্থনায় পিছিয়ে ছিল না কেউ। কিন্তু বছর শেষে কি দেখা যায়? দেখা যায়, স্কুলছুট হচ্ছে অনেকেই। পড়াশোনার পাট চুকিয়ে কেউ শ্রমিকের কাজ করছে, কেউ কৃষকের। মাধ্যমিকের পরে ওই স্কুলছুটের সংখ্যা বেশি দেখা যায়। যে কোনও গ্রামে গিয়ে সমীক্ষা করলে এমন তথ্য ভুরি ভুরি উঠবে। সে দোষ বিদ্যার দেবীর নহে। সে দোষ যারা এই শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্বে রহিয়াছেন, তাঁহাদের। অবশ্য তাহাদেরও বা কি করার আছে? গ্রামের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন না হলে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কতটা সম্ভব? সে প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে সর্বত্র। শিক্ষার যে একেবারে উন্নতি হয়নি তা নয়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বেড়েছে। শিক্ষিতের হারও বেড়েছে। তার পরেও এই সময়েও অনেকেই স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজ পৌঁছাতে পারে না। সংসারের জালে আটকে পড়ে তার পা। এর থেকে নিস্তার পাওয়ার লক্ষ্যে কি কাজ হবে, তা নিয়তি জানেন।

কবিতা

দূরদৃষ্টি:

.... জয়িতা চট্টোপাধ্যায়

ঘর ভেসে যায় চোখের সামনে
পরিচিতরা যায় মিলিয়ে।
চারিদিকে ধাবমান জলের প্লাবন
দাঁড়িয়ে আছি একা টিলার ওপরে।
আমি একা আজ ঘরহীন,
পথহীন, প্রিয়হীন একা
মহা সময়ের শূণ্যতল স্তব্ধ
করে ধরেছে হাত
কতদূর আর যাবে দেখা।।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক ঃ বিমান সরকার

কেন ডুয়ার্সে কৃত্রিম নগরায়ন ও আবাসন শিল্পের বিরোধীতা করা উচিত

তাপস বর্মণ

তিস্তা ও সংকোশ নদীর মাঝে বর্তমান জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় হিমালয়ের পাদদেশে পূর্ব ডুয়ার্স; সংকোশ ও ব্রহ্মপুরের মাঝে অসমে পশ্চিম ডুয়ার্স। লাটাগুড়ি জলপাইগুড়ি জেলার অংশ; বিজ্ঞাপন বলছে সেখানে বড় বড় আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠবে, বড় বড় বহুতল বিল্ডিং এর শহর তৈরী হবে, হাজার হাজার উচ্চবিত্তের বসতি হবে। জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের বক্তব্য অনুযায়ী, জলপাইগুড়ি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি মৌসুমী অঞ্চল। এই জেলায় খুব গরমে এখানকার গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২°C আর শীতে গড়ে ১১°C । জলপাইগুড়ি শহরে বার্ষিক তাপমাত্রা ২৪.৮°C । যারা বিশুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে চায় তাদের কাছে এই জলপাইগুড়ি স্বর্গ (haven)। ২০২১ সালে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করা একটি পিএইচডি গবেষণাপত্রে পড়লাম, দ্রুত জনসংখ্যা ও নগরায়নের ফলে ডুয়ার্সের বনাঞ্চল ভয়ঙ্করভাবে ধ্বংস হয়েছে। ২০১৪ সালে, আন্ত-রাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন প্যানেলের তথ্য অনুযায়ী বিল্ডিং/ বহুতল ক্ষেত্র (আবাসন ও বাণিজ্যিক) গ্রীণহাউস গ্যাস উৎপাদনে ১৯% দায়ী ২০১০ সালের হিসেব পর্যন্ত। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ রিসার্চ ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড এপিলায়েট সাইন্স এর একটি প্রবন্ধে পাওয়া গেল, অনিয়ন্ত্রিত নগরায়নের ফলে ভারতের পরিবেশ ভয়ঙ্করভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে; বিশেষত ভূমি সংকট, জল, বায়ু, শব্দ এবং বর্জ্য সমস্যা সংক্রান্ত। শহর হচ্ছে 'হিট-ইসল্যান্ড' অর্থাৎ রাতে যখন পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ শীতল হয় তখন শহরে গরম ছড়ায়; এমনি ভূপৃষ্ঠ ও প্রকৃতি যেভাবে সূর্য থেকে আগত তাপ শোষণ ও নিঃশ্বরস করে, শহরের কংক্রিট, ইট, পাথর সহ যাবতীয় পরিকাঠামো ভিন্নভাবে করে দিনের বেলা তাপগ্রহণ করে রাতে তা থেকে উৎতাপ ছড়ায়। শহরের বহুতলবাসী সাধারণ বসতির তুলনায় অধিকমাত্রায় কার্বন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ওজন, সালফার অক্সাইউ, নাইট্রোজেন অক্সাইড, লিড (lead) এবং অন্যান্য এই ধরনের গ্যাস উৎপাদন করে পরিবেশে ছড়ায়। এবার বলুন ডুয়ার্স ও ডুয়ার্সের গায়ে বাণিজ্যিক বহুতল নগরী হলে জলপাইগুড়ি সহ ডুয়ার্সের কি হবে?

ডুয়ার্স হচ্ছে নবীন ভঙ্গীল পর্বত হিমালয়ের পাদদেশ ও সংলগ্ন অঞ্চল সেই দিক দিয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ। কেন্দ্রীয় ভূ-জল পর্ষদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বহুতল নগরী ভূগর্ভস্থ সংকটের অন্যতম একটি কারণ। উদাহরণ হিসেবে ১৯৯৯ সাল থেকে কলকাতায় যে কংক্রিটের জঙ্গল তৈরী হয়/হতে শুরু করে তাতে কলকাতার ভূগর্ভস্থ জল ভয়ঙ্করভাবে নেমে গিয়েছে এবং সংকটে। ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাওয়ার সাথে সাথে ডুয়ার্সের মত হিমালয় সংলগ্ন এলাকার ভূমিকম্প বৃদ্ধির সম্ভাবনা যুক্ত। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অন ইমার্জিং টেকনোলজিস-এ প্রকাশিত, পরিবেশের উপর নগরায়নের প্রভাব শীর্ষক এক প্রবন্ধে দাবী করা হচ্ছে, শহর/ বহুতল এলাকা যেহেতু সাধারণ বসতি এলাকার থেকে অধিক জনঘনত্ব, জনসংখ্যা ও ভোগবাদী জীবনযাপন করে তাই সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের লুন্ঠন/ শোষণ/ উত্তোলন সবচেয়ে বেশী। বিশেষত, ভূগর্ভস্থ জল সংকট এবং দূষণ বেশী সংগঠিত হয়।

এমনিতেই বহুতল নির্মাণে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন। এছাড়াও গবেষকদের মতে, ভূগর্ভের জল স্তর নেমে যাওয়ার বিপদ হচ্ছে, জলে আর্সেনিক দূষণ বৃদ্ধি এবং বিষাক্ত ধাতুর মিশ্রণ। সাধারণ আমাদের রাজ্যে উত্তরবঙ্গের তুলনায় দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা লাগোয়া জেলাগুলিতে শহরাঞ্চল থাকায় এবং অধিক জনঘনত্বের কারণে বিস্তীর্ণ এলাকা আর্সেনিক দূষণের শিকার। এবার ভাবতে হবে সম্পূর্ণ বানিজ্যিক কারণে ডুয়ার্স এলাকায় বহুতল নগরী কেন? বাতিল করো।

(লেখক পেশায় অধ্যাপক ও পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী)

"নদীর কথা নদীর কাছে বলো" কর্মসূচি

(কোচবিহারেরওপরদিয়েপ্রবাহিতহয়েছেহিমালয়থেকেউৎপন্নহওয়াবিভিন্ননদী।কোচবিহারের পরিবেশের ওপর এই নদীগুলির প্রভাব অভাবনীয়। এমনই এক নদী কালজানী। আর এই কালজানীকেনিয়েকলমধরলেনপূর্বোত্তরেকোচবিহারতথাউত্তরবঙ্গেরপরিবেশআন্দোলনের অন্যতম চেনা মুখ অরুপ গুহ)

উত্তরবঙ্গের অন্যতম নদী কালজানী নদী। অসমর্থিত সূত্রে জানা যায় প্রাচীন স্থানীয় ভাষায় এই নদীকে কেউ কেউ 'কালোবৌ' নামে চিনতো। আসলে কালজানী নদীটি হলো আন্তর্জাতিক নদী তোর্ষা নদীর একটি উপনদী। উৎপত্তিস্থলের (26.50'24"N 89'28"E) ভুটান হিমালয়ের পাদদেশে বয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ ভায়া ভুটান এবং ভারত সঙ্গমস্থল (26.16'25"N 89.35'01"E) সঙ্গে তোর্ষা নদী পুনরায় বাংলাদেশের যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হওয়া কালজানী নদী।

কালজানী নদী ডুয়ার্সের অন্যতম মূল আকর্ষণ এবং এই নদীর শাখা নদীগুলি হলো ডিমা, পোরো, নোনাই, দুরিয়া, গদাধর, নিমতিঝোরা ইত্যাদি। ১৯৯৩ সনে কালজানী নদীর বাঁধ ভেঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল তাতে আলিপুরদুয়ার, হ্যামিল্টনগঞ্জ এবং তুফানগঞ্জের ছাতোয়া গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

ভুটান দেশের উচ্চমহল পাহাড় থেকে নেমে ফুন্টশোলিং (পিছনে), পাশাখা, আলিপুরদুয়ার জেলার সেন্ট্রাল ডুয়ার্স (রাঙামাটি), হ্যামিল্টনগঞ্জ, দক্ষিণ বড়ঝোরা, নিমতি, আলিপুরদুয়ার শহর, কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার চিলাখানা, বালাভুতে এসেছে। নদীটি প্রায় ১০৮ কিমি লম্বা। সেন্ট্রাল ডুয়ার্সে (রাঙামাটি) এই নদীর নাম বাসরা।

পূর্বে আলিপুরদুয়ারে কালজানী নদীটিতে সাতটি বাঁক ছিল বলে এই নদীকে কেউ কেউ 'সাতবাঁকি' নদীও বলে ডাকতো। বালাভুতে আরও ৪ টি নদী এসে একসাথে মিশেছে। নদীগুলি হলো তোর্ষা, রায়ডাক, গদাধর, ঘরঘরিয়া। বালাভুত অঞ্চলটি এজন্য দর্শনীয় স্থান।

আমাদের সংগঠন # ন্যাসগ্রুপ "নদীকে নিয়ে ভাবুন নদীকে নিয়ে বাঁচুন" জনপ্রিয় স্লোগানকে সামনে রেখে নদী আন্দোলনে এগিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি আমাদের সদস্যরা কালজানী নদীর উপর একটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিল। সেই কর্মসূচির খন্ডচিত্র এখানে দেওয়া হলো।

গত কয়েক বছর ধরে বর্ষাকালে কালজানী নদীতে ইলিশ মাছ পাওয়া যাচ্ছে বলে শোনা যায়। কিন্তু মৎস্যদপ্তর গবেষণা করে দেখেছেন মাছগুলি ইলিশ মাছের মত দেখতে হলেও ইলিশ মাছ নয়। এই মাছের নাম হচ্ছে টোলিমাছ। এই মাছ টেনিওয়ালোসা গোত্রে মাছ। অবিকল ইলিশ মাছের মত দেখতে। মৎস্য বিজ্ঞানীদের এখন গবেষণা যে, টোলিমাছ সমুদ্রের মাছ হয়েও কি করে এই নদীতে এলো? এছাড়া কালজানী নদীতে অন্যান্য অনেক রকম সুস্বাদু মাছ পাওয়া যায়।

আজ নানাবিধ কারণে কালজানী নদী বিপন্ন। এই নদীকে বাঁচাতে এগিয়ে সবাই আসুন।

(🌷উৎসর্গঃ- শ্রী আলোক্ত ব্যানার্জী। খড়গপুর🌷)

Vol: 28, Issue: 3, 9 February - 22 February, 2024 পূর্বোত্তর

আর্থিক লেনদেনে সচেতনতা বাড়াতে শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বৃহস্পতিবার সিডিএসসেলের সহযোগিতায় কোচবিহার প্রোগ্রেসিভ অ্যাসিয়েশনের ফর সোশ্যাল সার্ভিস পক্ষ থেকে কোচবিহার কলেজের এক হল ঘরে অনুষ্ঠিত হলো আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শিবির। এই শিবির করার মূল উদ্দেশ্য হলো আগামী দিনে যাতে ছেলেমেয়েরা চিটফান্ড বা অন্যান্য ভুল আর্থিক সংস্থার ফাঁদে পড়ে প্রতারিত না হন। মানুষ তাদের ফাইন্যান্সিয়াল লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক হোন বা নিজেরাই যেন বুঝতে পারেন কোথায় সঠিক অর্থনৈতিক লেনদেন করা উচিত। এই সমস্ত বিষয়কে তুলে ধরতে এদিনের এই শিবির বলে জানা গিয়েছে। প্রোগ্রেসিভ অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল সার্ভিসের এক কর্মকর্তা গণেশ দাশ জানান, সাধারণ মানুষ যেন ভুল আর্থিক সংস্থার ফাঁদে না পড়ে এবং বর্তমান প্রজন্ম ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে যেন সচেতন থাকে এই লক্ষ্যেই এই শিবিরের আয়োজন। জানা গিয়েছে কোচবিহার প্রোগ্রেসিভ অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল সার্ভিসের আয়োজনে মোট তিনটি আর্থিক সচেতনতা শিবির হবে এদিন দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচি ছিল। এদিন এই অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক রবীন্দ্র দে, অধ্যাপক অভিজিৎ রায়, অধ্যাপক প্রবীর তালুকদার সহ সিডিএসএলের পীতাম্বর তালুকদার প্রমুখ।

কাব্যতীর্থ আবৃত্তি চর্চা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কাব্যতীর্থ আবৃত্তি চর্চা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দশম বর্ষপূর্তি উৎযাপিত হল কোচবিহার রবীন্দ্রভবন মঞ্চে। বিকেল চারটায় প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কবি অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে ছিল কাব্যতীর্থের ছাত্র ছাত্রীদের নিজস্ব অনুষ্ঠান। আর দ্বিতীয়ার্ধে মুখ্য আকর্ষণ ছিল প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী কাজল সুরের একক আবৃত্তির অনুষ্ঠান এবং কাব্যতীর্থের ব্যবস্থাপনায়, কণ্ঠনাটক রবিঠাকুরের রক্তকরবী। প্রথমার্ধের অনুষ্ঠানের সূচনায় ছিল সম্মেলক আবৃত্তি, সুকুমার রায়ের 'যে আনন্দ ফুলের বাসে' ও কাজী নজরুল ইসলামের 'দাও শৌর্য দাও ধৈর্য' কবিতা দুটি। অংশগ্রহণে- সন্ময় তালুকদার, অনীক দেবনাথ, প্রিয়শ্রী সাহা, সোহাস্তিকা পাল, নিহারীকা ভৌমিক, রশ্মি চৌধুরী, শ্রেয়া ঘোষ, পুরঞ্জয় ঠাকুর।

এরপর ছিল পরপর দুটি কবিতা কোলাজ: 'সবুজ বাঁচাও' ও 'আমার দেশ, আমার গর্ব'। অংশগ্রহণে সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা। এরপর রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন পারমিতা ঠাকুর। সলিল চৌধুরীর 'শপথ' কবিতাটি আবৃত্তি করেন নীহারিকা ভৌমিক এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাস্তা কারোর একার নয়' কবিতাটি আবৃত্তি করে অর্জিতা দেবনাথ। একক কবিতা পাঠ করেন শিখা ভট্টাচার্য। সংস্থার কর্ণধার সুমন চক্রবর্তী পরপর চারটি কবিতা আবৃত্তি করেন। রবিঠাকুরের 'এই তীর্থ দেবতার ধরণীর মন্দির প্রাঙ্গনে...' অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তর 'মানুষ ঈশ্বর হবে'। কবি রামচন্দ্র পালের ছড়া 'ইডেন উদ্যান থেকে বলছি।' কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের 'দ্রৌপদী জন্ম।' অনুষ্ঠানের এই পর্বে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক ও কম্পাস, কোচবিহারের কর্ণধার দেবব্রত আচার্য মহাশয়কে। দ্বিতীয়ার্ধের অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী কাজল সুরের একক আবৃত্তি দিয়ে। প্রায় একঘন্টার অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। শেষ অনুষ্ঠান ছিল কণ্ঠনাটক রবিঠাকুরের 'রক্তকরবী' অংশগ্রহণে: কিশোর- সন্ময় তালুকদার, রাজা- প্রসেনজিৎ ঘোষ, বিশুপাগল- কাজল সুর নন্দিনী- সুমন চক্রবর্তী নৃত্য সহযোগিতায়- অঙ্কিতা মুখার্জি ও তার ছাত্রীরা। আবহ-সঙ্গীত- আশিষ ঘোষ ভাবনা-বিন্যাসে: কাব্যতীর্থের কর্ণধার- সুমন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে কাব্যতীর্থের বাৎসরিক ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচিত পাঁচজন ছাত্রছাত্রীকে 'প্রতিমা দেবী' স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করেন সংস্থার কর্ণধার সুমন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি গৌতম কুমার ভাদুড়ী কবি- অলোক সাহা কবি- মাধবী দাস প্রমুখ। ছিলেন সম্মানীয় প্রবীণ নাগরিক- অলোক কুমার গুহ মহাশয়। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কাব্যতীর্থের কর্ণধার সুমন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন জয়দীপ সরকার ও চন্দনা দে ভৌমিক।

কামতাপুরী সাহিত্য উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের কামতাপুরী ভাষা একাডেমি আয়োজিত 'কামতাপুরী সাহিত্য উৎসব' অনুষ্ঠিত হলো দিনহাটায়। বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো নাগাদ নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কামতাপুরী ভাষা একাডেমির চেয়ারম্যান বজলে রহমান, বিশিষ্ট লোকশিল্পী অমূল্য দেবনাথ, বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ অজিত কুমার বর্মন,আমিনাল হক প্রমুখ। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বলেন, উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন সেই ভাষা হল কামতাপুরী ভাষা। রাজ্য সরকার এই ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। এই ভাষার উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য তৈরি করা হয়েছে কামতাপুরী ভাষা একাডেমি। এই ভাষায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, লেখা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বই। এর জন্য রাজ্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করেছে। কাজেই এই ভাষার উন্নয়নের জন্য সকলের সহযোগিতা দরকার।

সরস্বতী পুজোর বাজারে আগুন

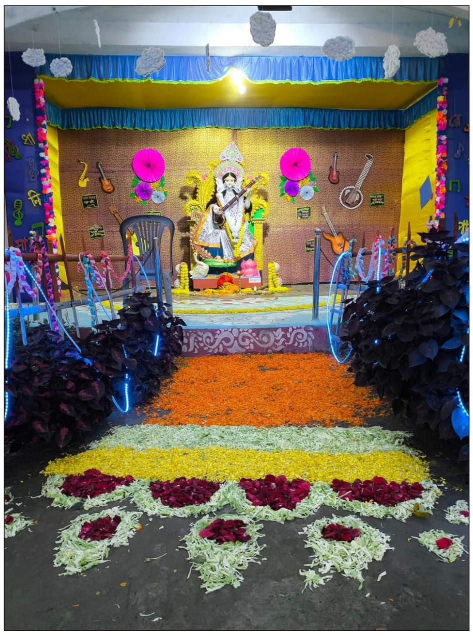

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফুল থেকে ফল, আনাজ সবকিছুরই দাম বেড়ে গিয়েছে দু'দিনের ব্যবধানে। কোনও জিনিসের দাম পাঁচ টাকা বেড়েছে, কোনও জিনিসের দাম দশ টাকা। কিছুক্ষেত্রে আবার দ্বিগুণও হয়েছে। সরস্বতী পুজোর উপকরণের দামও বেড়েছে অনেকটা। আর তাতে কোনও স্কুলের বাজেট ফেল হয়ে গিয়েছে, আবার কোথাও পকেট থেকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়েছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার সরস্বতী পুজো। তার ঠিক আগের দিন কোচবিহারের বিভিন্ন বাজার থেকে কুমোরটুলি সর্বত্রই দেখা গিয়েছে ভিড়। পুজো আয়োজকদের অনেকেই জানান, এবারে দাম বেড়েছে প্রতিমারও। সাজের প্রতিমা দামে কিছুটা কম। বাকি প্রতিমা সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে শুরু হয়েছে। আকার ও সৌন্দর্য অনুযায়ী দাম আরও বেড়েছে। কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারে পুজো উদ্যোক্তাদের কয়েকজন বলেন, "জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি। আমরা যা ভেবেছিলাম তা হয়নি। তাতে বাজেট ফেল হয়ে গিয়েছে। নতুন করে আবার পয়সার সংস্থান করতে হবে।" আবার বলরামপুর হাইস্কুলের সহকারি শিক্ষক বিপ্লব মোহন্ত বলেন, "অনেক ছাত্রছাত্রী আমাদের স্কুলে। খরচ অনেকটাই হয়। সব জিনিসেরই দাম বেশি। তাই বাজেট বেশি করতে হয়।"

দেখে নেওয়া যাক সরস্বতী বাজারে কোন জিনিসের দাম কত, মিষ্টি আলু-৮০ টাকা কেজি কাশী কুল কেজি প্রতি ১০০ টাকা, আপেল কুল কেজি প্রতি ৫০ টাকা, আপেল ১২০ টাকা প্রতি কেজি, চারটি কমলা ৮০ টাকা, কেশর আলু ৫০ টাকা প্রতি কেজি, শসা- প্রতি কেজি ৬০ টাকা, আঙুর প্রতি কেজি ১২০টাকা, মৌসুম্বী কেজি প্রতি ৮০ টাকা, পেয়ারা একটি ১৫ টাকা, ডালিম ১৫০ টাকা কেজি, কলা ৩০টাকায় চারটি, একটি ডাবের দাম ৪০ টাকা, খাগের কলম একটি পাঁচ টাকা, দোয়াত একটি দশ টাকা। পাশাপাশি আলু প্রতি কেজি ১৫ থেকে ২০ টাকা, বাঁধাকপি প্রতি কেজি ১৫ টাকা, টমেটো প্রতি কেজি ২৫ টাকা, ফুলকপি প্রতি কেজি ২০ টাকা, স্কোয়াশ প্রতি কেজি ২০ টাকা, মটরশুটি প্রতি কেজি ৬০ টাকা, লঙ্কা প্রতি কেজি ৬০ টাকা, আদা প্রতি কেজি ১৫০ টাকা, বেগুন ৪০ টাকা কেজি, গোবিন্দভোগ চাল ১০০ টাকা কেজি, মুগ ডাল ১৫০ টাকা কেজি। কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরোজ ঘোষ বলেন, "চাহিদা বাড়লে জিনিসের দাম কিছুটা বাড়ে। তবে তা মাত্রাতিরিক্ত হয়নি। বাজারে ভিড় রয়েছে। সকাল থেকেই শিশুরা আসছে। তাতে আমরা খুশি।"

অন্তঃস্বত্তা গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: কাজলীকুড়ায় তিন মাসের অন্তঃস্বত্তা গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য। শুক্রবার দুপুর একটা নাগাদ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় সিতাই থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে গত প্রায় আট মাস আগে সিতাই ব্লকের আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজলীকুড়ার বাসিন্দা শম্ভু দাসের সঙ্গে শীতলকুচির সর্বেশ্বর জয়দুয়ারের বাসিন্দা রঞ্জনা দাসের বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু হঠাৎ করে গৃহবধূ শুক্রবার সকাল আনুমানিক নয়টা নাগাদ কাজলীকুড়ায় রঞ্জনা দাস স্বামীর বাড়িতে নিজের শোবার ঘরেই ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করছিল, ঠিক সেই সময় পরিবারের সদস্যরা বুঝতে পেরে ঘরের দরজা ভেঙে তাকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা রঞ্জনাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিতাই থানার পুলিশ এবং মরদেহ উদ্ধার করে এদিন দুপুর একটা নাগাদ ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। সিতাই থানার পুলিশ ইতিমধ্যে মৃত গৃহবধূ রঞ্জনা দাসের স্বামী শম্ভু দাসকে আটক করেছে। যদিও এই ঘটনা ঘটার সময় শম্ভু দাস বাড়িতে ছিলেন না। তবে তিন মাসের অন্তঃস্বত্তা গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে শুরু হয়েছে জল্পনা। তবে পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে যে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর আসল সত্যিটা জানা যাবে।

পিআইবির উদ্যোগে 'বার্তালাপ'

সুবীর হোড়, কোচবিহার: শুক্রবার কোচবিহারের একটি হোটেলের কনফারেন্স হলে 'বার্তালাপ' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেন নামচু এডিজি পিআইবি কলকাতা, বিশিষ্ট সাংবাদিক অমল সরকার, ভারতীয় ডাক বিভাগ কোচবিহার শাখার সুপারেন্টেন্ডেন্ট অশোক কুমার গুপ্ত ও নাবার্ডের ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার লক্ষণ চন্দ্র সরকার। এদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। পাশাপাশি সাল ও পুষ্পস্তবক দিয়ে কোচবিহারের বিশিষ্ট সাংবাদিক অরবিন্দ ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তের শতাধিক সাংবাদিক এদিন যোগ দেন। এদিনের এই অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা যেসব জনমুখী প্রকল্প রয়েছে তা সাধারণ মানুষ কিভাবে পেতে পারে শুধু তাই নয় সংবাদমাধ্যম কিভাবে সাধারণ মানুষের কাছে সংবাদের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারে এসব বিষয় নিয়ে এদিনের এই কর্মশালা। এদিন প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর কলকাতা শাখার মিডিয়া কমিউনিকেশন আধিকারিক সুজাতা সাহা সাউ বলেন, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর বার্তালাপ অনুষ্ঠান দ্বিতীয়বার কোচবিহার শহরে অনুষ্ঠিত হলো। কোচবিহার জেলার সাংবাদিকদের সাথে আরও ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের জনসেবামূলক প্রকল্পগুলিকে সাংবাদিকদের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া মূল উদ্দেশ্য।

ভারতীয় যুবদের ক্ষমতায়নে ফ্লিপকার্ট ও এনএসডিসি-এর মউ

শিলিগুড়ি: ফ্লিপকার্ট এবং ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন একটি মউ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে, যেখানে ছাত্র এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রার্থীদের ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, রিটেইল, ওয়ারহাউস সেক্টরে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা হবে। মউ বিনিময়ের সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা, ভারত সরকার; শ্রী অতুল কুমার তিওয়ারি, সচিব, এমএসডিই; এবং শ্রী বেদ মণি তিওয়ারি, সিওও, এনএসডিসি।

শ্রী বেদ মণি তিওয়ারি বলেন, "ফ্লিপকার্ট-এর সঙ্গে, আমরা ভারতের ই-কমার্স, রিটেইল এবং লজিস্টিক সেক্টরে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা বাড়িয়ে প্রার্থীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্য রাখি।"

এই চুক্তির অংশ হিসাবে, ফ্লিপকার্ট-এর 'প্রজেক্ট ব্রাইট ইনিশিয়েটিভ' ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল ই-কমার্স সেক্টরে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য

শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিনামূল্যে অনলাইন কোর্স অফার করবে। কোর্সগুলিতে ই-কমার্স, সফট স্কিল এবং কাস্টমার সার্ভিস স্কিলের মৌলিক বিষয়ে পড়ানো হবে। ফ্লিপকার্ট এই প্রকল্পের অধীনে প্রদত্ত কোর্সগুলির স্বীকৃতি এবং শংসাপত্রের জন্য এনএসডিসি-এর সহায়তা চেয়েছে। এই চুক্তির আরও লক্ষ্য ওয়ারহাউস সেক্টরে প্রার্থীদের ফ্লিপকার্ট সাপ্লাই চেইন একাডেমির অধীনে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা বাড়ানো এবং কোর্স শেষে সার্টিফিকেট দেওয়া।

এই চুক্তি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হতে চলা এনএসডিসি কৌশল মহোৎসব (জব ফেয়ার)-এ নিয়োগকর্তা হিসাবে ফ্লিপকার্টকে অংশগ্রহণ করতে দেখবে। এই কোলাবোরেশন চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াবে এবং নতুন দিকের উন্মোচন করবে।

ফ্লিপকার্ট গ্রুপের চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার রজনীশ কুমার বলেন, "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই কোর্সগুলি তরুণদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে।"

আইশার-এর স্মল বিজনেস ভেহিকেল বিভাগে প্রবেশ

কলকাতা: আইশার ট্রাক এবং বাস ভিই কমার্শিয়াল ভেহিকেলের একটি বিভাগ, ভারত মোবিলিটি গ্লোবাল এক্সপো ২০২৪-এ তার ইভি-প্রথম আইশার ট্রাকের গ্লোবাল উন্মোচনের সাথে স্মল বিজনেস ভেহিকেল বিভাগে প্রবেশের ঘোষণা করেছে। ডেলিভারির আইশারের গর্বিত ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উদ্ভাবনী, টেকসই এবং অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর পরিবহন সমাধান, এই প্রো বিজনেস প্রো প্ল্যানেট পরিসর ২টি থেকে ৩.৫টি জিভিডব্লিউ পর্যন্ত বিস্তৃত।

গ্লোবাল উন্মোচন বিষয়ে ভিই কমার্শিয়াল ভেহিকেলস লিমিটেডের এমডি এবং সিইও বিনোদ আগরওয়াল জানিয়েছেন, "আমাদের আসন্ন পরিসর তার প্রো বিজনেস, প্রো প্ল্যানেট পদ্ধতির সাথে এই রূপান্তরে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। আইশার-এর উন্নত ট্রাক সরবরাহের একটি ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। ঘোষণার সাথে আমরা আগামী বছরগুলিতে ভারতের টেকসই বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যাধুনিক সমাধান প্রদানের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি।"

আল্ট্রা টি নাইন ও ফরটিন নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় টাটা

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় বহুজাতিক অটোমোবাইল প্রস্তুতকারক, টাটা মোটরস, তার অনুমোদিত পরিবেশক, টাটা আফ্রিকা হোল্ডিংস লিমিটেডের সঙ্গে, বহুমুখী ভারী-শুল্ক ট্রাকের সফল পরিসর – আল্ট্রা টি.৯ এবং আল্ট্রা টি.১৪-এর দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবসায়িক লঞ্চের কথা ঘোষণা করেছে। নিরাপদ, স্মার্ট এবং সবুজ কার্গো গতিশীলতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য ডিজাইন করা আল্ট্রা সিরিজ বেকারি, এফএমসিজি, হোয়াইট গুডস, কৃষি এবং নির্মাণ সহ বিভিন্ন ধরণের প্রচলিত এবং বিশেষজ্ঞ লজিস্টিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত।

আল্ট্রা রেঞ্জটি উচ্চ জ্বালানী দক্ষতা, সর্বোত্তম-শ্রেণীর শক্তি এবং টর্কের সঙ্গে উচ্চ উৎপাদনশীলতা সরবরাহ করার জন্য বানানো হয়েছে এবং এটি টোটাল কস্ট অব ওনারশিপ (TCO) কমাবে। মজবুতভাবে নির্মিত আল্ট্রা-তে একটি ওয়াক-থ্রু কেবিন, পাওয়ার স্টিয়ারিং, ড্যাশবোর্ড-মাউন্টেড গিয়ার লিভার, বুস্টার অ্যাসিস্টেড ক্লাচ এবং নিরাপদ এবং ক্লান্তিমুক্ত ড্রাইভিং-এর জন্য যান্ত্রিকভাবে সাসপেন্ড করা আসন রয়েছে।

মিঃ অনুরাগ মেহরোত্রা, টাটা মোটরস কমার্শিয়াল ভেহিকেলসের হেড-ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বলেন, "গত তিন দশকে টাটার বাণিজ্যিক যানবাহনগুলি তাদের ব্যতিক্রমী কার্যকারিতা, উচ্চ উৎপাদনশীলতা, আরাম, সংযোগ এবং অতুলনীয় কর্মক্ষমতার মতো উন্নত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমৃদ্ধ খ্যাতি অর্জন করেছে। আমরা বিভিন্ন যানবাহন বিভাগ জুড়ে স্মার্ট এবং ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত প্রোডাক্ট নিয়ে এসে ধারাবাহিকভাবে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্বশেষ আল্ট্রা রেঞ্জের সূচনা দেশের মালবাহী পরিবহনে একটি নতুন ল্যান্ডমার্ক চিহ্নিত করেছে।"

আইসিআইসিআই নিয়ে এল প্রু গোল্ড পেনশন সেভিংস

আগরতলা: আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের প্রু গোল্ড পেনশন সেভিংস চালু হল। এটি ট্যাক্স এফিসিয়েন্ট পেনশন সঞ্চয়ের অফার করে যা গ্রাহকদের আর্থিক দিক থেকে স্বাধীন অবসরযাপনের পথ দেখায়। এই অনন্য অফার ভারতে প্রথম গ্রাহকদের বিনিয়োগকৃত মূলধনের নিরাপত্তা, হেলথ চেক-আপস এবং আংশিক টাকা তোলার সুবিধা দেয়। গ্রাহকরা নগদ অর্থের চাহিদা মেটাতে তিন বছর পর জমা দেওয়া অর্থের ২৫% পর্যন্ত তুলে নিতে পারেন। প্রু গোল্ড পেনশন সেভিংস গ্রাহকদের, মেয়াদপূর্তির পর জমাকৃত সঞ্চয়ের ৬০% পর্যন্ত তুলে নেওয়ার এবং ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট থেকে গ্যারান্টিযুক্ত আজীবন পেনশন পাওয়ার সুযোগ দেয়। যা অবসরের সুবর্ণ বছরগুলিতে তাঁদের আর্থিক স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চিফ ডিস্ট্রিবিউশন অফিসার মিঃ অমিত পাল্টা বলেন, "দেশে দ্রুত পরিবর্তনশীল পারিবারিক কাঠামোর সঙ্গে অবসর পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। আইসিআইসিআই প্রু গোল্ড পেনশন সেভিংস, একটি ট্যাক্স-এফিসিয়েন্ট অফার যা গ্রাহকদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অবসর তহবিল গঠনে নিয়মিত অবদান রাখতে সাহায্য করে। অবসর গ্রহণের পরিকল্পনা একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া এবং গ্রাহকদের আর্থিক পরিস্থিতি যেকোনও সময় পরিবর্তিত হতে পারে বলে আমরা সচেতন। ২৫% পর্যন্ত টাকা তুলে নেওয়ার সুবিধা গ্রাহকদের অবসরকালীন সঞ্চয় পরিকল্পনা ব্যাহত না করে নগদ অর্থের প্রয়োজনীয়তা পূরণের ক্ষমতা দেয়। এটি ভারতের প্রথম অবসর পরিকল্পনা যা আংশিক টাকা তোলা এবং বিনিয়োগকৃত মূলধনের নিরাপত্তা উভয়ই অফার করে।"

পশ্চিমবঙ্গের কারিগরদের ক্ষমতায়নে ফ্লিপকার্ট সমর্থ

শিলিগুড়ি: ই-কমার্সের বাড়তে থাকা ল্যান্ডস্কেপে, ফ্লিপকার্ট অগ্রগামী শক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যা স্থানীয় পণ্যের সমৃদ্ধিকে জাতীয় বাজারে একত্রিত করে ভারতের প্রাণবন্ত পূর্বাঞ্চলে ব্যবসায় সক্রিয় অবদান রাখে।

ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে আগত বিক্রেতাদের, ফ্লিপকার্ট তাদের স্বতন্ত্র পণ্যগুলিকে বৃহত্তর ভোক্তার সামনে তুলে ধরার অমূল্য সুযোগ দেয় এবং বিস্তৃত এলাকায় গ্রাহকদের কাছে পৌঁছতে সাহায্য করে। এরকম কিছু বিক্রেতার গল্প: বিট্টু দত্ত, দত্ত শাড়ি ঘর, পশ্চিমবঙ্গ হাতে তৈরি ও পাওয়ার লুম সুতির শাড়ি তৈরির বিশেষজ্ঞ হল বিট্টু দত্ত। জন্ম ও বেড়ে ওঠা নদীয়ায়। দত্ত শাড়ি ঘরে রয়েছে নদিয়ার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের একটি বিরাট পরিসর, যেমন সূক্ষ্ম হাতে বোনা সুতি এবং সিল্কের শাড়ি থেকে বিভিন্ন এথনিক পোশাকের সম্ভার। ২৫ জন তাঁতির একটি দল এই ব্যবসায় যুক্ত। ব্যবসার জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালু করতে বিট্টু ফ্লিপকার্ট সমর্থ প্রোগ্রামের অংশীদার হন। তার ব্যবসা ৩০০টি হাই পারফর্মিং ব্যাবসার তালিকায় উঠে এসেছে।

কোমল প্রসাদ পাল, আলটিমেট হাইজিন, পশ্চিমবঙ্গ ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে, ৩৩ বছর বয়সী মেডিকেল রিপ্রেসেন্টেটিভ কোমল প্রসাদ পাল দুর্ঘটনায় ডান হাত হারান। চাকরি ছাড়তে হয়। পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে তিনি নতুন মা এবং শিশুদের জন্য পণ্য বিক্রি শুরু করেন, যেমন নেবুলাইজার এবং ব্রেস্ট পাম্প। কোমল ২০১৯ সালের মে মাসে ফ্লিপকার্ট সেলার হাবে রেজিস্ট্রেশন করেন। কয়েক দিনের মধ্যে, ফ্লিপকার্টের দলের একজন সদস্য তাঁর সমস্ত ডকুমেন্টেশনের দায়িত্ব নেন। এটি তাঁর জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা। দিনে এখন তাঁর ৫০টিরও বেশি পণ্য বিক্রি হয়। কোমলের বিক্রি এখন ১০০% এর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্কোডা অটো-এর নতুন এডিশন লঞ্চ

শিলিগুড়ি: দুই বছরে এক লক্ষ বিক্রয়ের পর প্রথম প্রোডাক্টের ক্রিয়া যা, স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার সর্বাধিক বিক্রিত, ফাইভ-স্টার সেফ, ক্র্যাশ-পরীক্ষিত সেডানের স্লাভিয়া স্টাইল এডিশন চালু করেছে। স্লাভিয়ার টপ-অফ-দ্য-লাইন স্টাইল বৈকল্পিকের উপর ভিত্তি করে। খুব সীমিত সংখ্যক ৫০০ ইউনিট পাওয়া যাবে। এক্সক্লুসিভভাবে ১.৫ টিএসআই ইঞ্জিন দ্বারা চালিত যা ৭-স্পীড ডিএসজির সাথে সংযুক্ত। গাড়িটি ক্যান্ডি হোয়াইট, ব্রিলিয়ান্ট সিলভার এবং টর্নেডো রেড রঙে পাওয়া যাবে। একটি ডুয়াল ড্যাশ ক্যামেরা এবং ছাদের ফয়েলের মতো ফিচারগুলি দিয়ে তৈরি। সমতুল্য স্টাইল ভেরিয়েন্টের তুলনায় এর দাম মাত্র ৩০,০০০।

প্রোডাক্টের বিষয়ে স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর পিটার জনেবা (Petr Janeba) জানিয়েছেন, "স্লাভিয়া স্টাইল এডিশন আমাদের গ্রাহকদের জন্য এক্সক্লুসিভ অথচ উচ্চ মূল্যের প্রোডাক্ট অফার করার আরেকটি উদাহরণ। ভারত জুড়ে আমাদের ২০০-এর বেশি সেলস টাচপয়েন্ট জুড়ে অ্যাক্সেসযোগ্য হবে।"

ইউটিআই লার্জ ক্যাপে বিনিয়োগ

শিলিগুড়ি: ইউটিআই লার্জ ক্যাপ ফান্ড হল ভারতের প্রথম ইক্যুইটি-ভিত্তিক তহবিল (১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাসে চালু হয়েছে) এবং ৩৭ বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পদ সৃষ্টির ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে।

ইউটিআই লার্জ ক্যাপ ফান্ড হল একটি ওপেন-এন্ডেড ইক্যুইটি স্কিম যা প্রধানত নিজ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা থাকা বড় ক্যাপ কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগের লক্ষ্য রাখে। এটি স্টক বাছাইয়ের জন্য যুক্তিসঙ্গত মূল্যে (GARP) বৃদ্ধির একটি বিনিয়োগ শৈলী অনুসরণ করে। যার অর্থ, কোম্পানির আয়ের অন্তর্নিহিত বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, পোর্টফোলিওতে সেই স্টকটি কেনার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত মূল্য দিতে হবে। জিএআরপি প্লাস প্রতিযোগিতামূলক ফ্র্যাঞ্চাইজির এই সম্মিলিত পদ্ধতির কারণে, ইউটিআই লার্জ ক্যাপ ফান্ড কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করতে পারে যেখানে,

১. বাজারে দীর্ঘমেয়াদে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য যেসব কোম্পানির প্রচেষ্টাকে আন্ডারএস্টিমেট করা হচ্ছে

২. কোম্পানির অনুকূলে থাকা চাহিদা চক্র, কনসোলিডেশন, ক্লিয়ারেন্স অব রেগুলেটরি হার্ডলস বা কোম্পানির নির্দিষ্ট কারণ যেমন কস্ট কম্পিটিটিভনেস এবং প্রুডেন্ট ক্যাপাসিটি এক্সপানসনের মাধ্যমে বৃদ্ধির গতিপথ উন্নত হচ্ছে

৩. ব্যবসা মূলধন নিবিড় কিন্তু কোম্পানি বিচক্ষণতার সাথে বিনিয়োগ করবে

৪. ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডের উপর উচ্চ রিটার্নে ক্যাশ ফ্লো-তে পুনঃবিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে এমন কোম্পানি

৫. সেক্টরের রিলেটিভ ভ্যালুয়েশন যথেষ্ট আকর্ষণীয়

এগুলি বিনিয়োগকারীদের মানসম্পন্ন কোম্পানির পোর্টফোলিওর মালিক হয়ে দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ তৈরির সুযোগ দেয়।

আইকনিক লুনার অল-ইলেকট্রিক এবং স্টাইলিশ অবতার

জলপাইগুড়ি: ভারতে বৈদ্যুতিক যানবাহনের একটি শীর্ষস্থানীয় নির্মাতা কাইনেটিক গ্রীন নিয়ে এল ই-লুনা, যা আইকনিক লুনা-র অল-ইলেকট্রিক এবং স্টাইলিশ ভারশন। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী শ্রী নিতিন গড়করি, নয়াদিল্লিতে একটি জমকালো অনুষ্ঠানে ই-লুনা উদ্বোধন করেছেন। ছিলেন ড. হানিফ কোরেশি, আইপিএস, ভারী শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, জিওআই; ডাঃ অরুণ ফিরোদিয়া, কাইনেটিক গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং কাইনেটিক গ্রীনের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মিস সুলজ্জাফিরোদিয়া মোতওয়ানি। ই-লুনা হল ভারতের সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যের বৈদ্যুতিক টু-হুইলার, যা ই-মোবিলিটিকে সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী করে তোলার লক্ষ্যে এবং ব্যক্তিগত যাতায়াত ও ছোট ব্যবসায় ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি পরিবেশ বান্ধব এবং বর্তমান যুগের নতুন রাইডিং অভিজ্ঞতা দেয়। ভারতে এটি লঞ্চ করা হয়েছে ইন্ট্রোডাক্টরি এক্স-শোরুমে, মূল্য ৬৯,৯৯০ টাকা। ই-লুনা ইভি বিপ্লবে ব্যাপক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে এবং ই-মোবিলিটির সুবিধাগুলি থেকে উপকার পাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। গাড়িটি কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমায় এবং ভারতের টায়ার টু, টায়ার থ্রি শহর এবং গ্রামীণ অঞ্চলের জন্য ই-মোবিলিটি সরবরাহ করে। এখানেই ভারতের আসল রূপ দেখা যায়, যা ভৌগোলিক অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করে এবং এমন একটি ভবিষ্যতের কল্পনা করে যেখানে বৈদ্যুতিক যানবাহন কেবল একটি বিলাসিতা নয়, বরং প্রত্যেকের জন্য একটি ব্যবহারিক এবং সাশ্রয়ী পছন্দ।

টয়োটার শিল্প-প্রথম "আশ্চর্যজনক নতুন গাড়ি ডেলিভারি সলিউশন"

শিলিগুড়ি/কলকাতা: টয়োটা নিয়ে এল "অসাম নিউ কার ডেলিভারি সলিউশন"। যেখানে, ডিলার কর্মীদের নতুন গাড়ি ড্রাইভ না করেই ডেলিভারি টাচপয়েন্ট পর্যন্ত যানবাহন লজিস্টিক পরিষেবা প্রসারিত করতে হবে। টয়োটার ডিলার স্টকইয়ার্ড থেকে তাদের বিক্রয় কেন্দ্রে একটি ফ্ল্যাট-বেড ট্রাকে করে নতুন যানবাহন পরিবহন করতে হবে। রাস্তায় নতুন গাড়ি না চালিয়ে ডিলারশিপের আল্টিমেট ডেলিভারি আউটলেটগুলিতে পৌঁছতে হবে। এটি টয়োটার 'গ্রাহক-প্রথম পদ্ধতির' প্রতিশ্রুতি এবং মূল্য সংযোজন পরিষেবাগুলির মাধ্যমে দুর্দান্ত ক্রয়ের অভিজ্ঞতা তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই উদ্যোগ টিকেএম-এর অনুমোদিত ডিলারদের দ্বারা তাদের বিক্রয় প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত করা হবে।

নতুন উদ্যোগটি গ্রামীণ এবং আধা-শহুরে স্থানেও চালু করা হবে। এই প্রোগ্রামের প্রথম ধাপ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ২৬টি রাজ্যের ১৩০টি ডিলারশিপের গ্রাহকরা টয়োটা ডিলারশিপে এই বিশ্বস্ত এবং

আনন্দদায়ক গাড়ি কেনার অভিজ্ঞতা উপভোগ করবেন। টয়োটা কির্লোস্কর মোটরের সেলস-সার্ভিস-ইউজড কার বিজনেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ সবরী মনোহর বলেন, "টয়োটা কির্লোস্কর মোটর-এ, গ্রাহক-কেন্দ্রিকতার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি সর্বাগ্রে। আমরা ক্রমাগত উদ্ভাবনের চেষ্টা করি। আমাদের ডিলারদের দ্বারা সম্পাদিত অসাধারণ নতুন গাড়ি সরবরাহ সমাধান উদ্যোগের সূচনা আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতির প্রমাণ।"

মাহিন্দ্রার নতুন সুপার অ্যাপ

কলকাতা: আইবিএম এবং মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেড একটি সুপার অ্যাপ তৈরি করার জন্য কৌশলগত সহযোগিতার কথা ঘোষণা করেছে যা মাহিন্দ্রা ফাইন্যান্সের মধ্যে একাধিক ব্যবসায় অ্যাক্সেস করতে গ্রাহকদের জন্য একক ডিজিটাল ইন্টারফেস হিসাবে কাজ করবে।

এই অ্যাপটি মেট্রো এবং নন-মেট্রো উভয় ভোক্তাদের ২৪x৭ ডিজিটাল অ্যাক্সেস দেবে এবং নিরাপদ, সুবিন্যস্ত এবং সহজ পদ্ধতিতে পণ্য ও সমাধান পরিচালনায় সাহায্য করবে। এটি বিভিন্ন যানবাহন এবং নন-ভেহিকেল লেন্ডিং বিজনেসের জন্য পার্সোনাল লোন, এন্টারপ্রাইজ লোন, মর্টগেজ লোন, লিজিং সলিউশন, পেমেন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট, ইন্স্যুরেন্স সলিউশন, এবং অন্যান্য বিনিয়োগ ও সম্পদ ম্যানেজমেন্টের সমাধান দেবে একই স্থানে। অ্যাপটি মাহিন্দ্রা ফাইন্যান্সের গ্রাহকদের সুপিরিয়র এবং ইমার্সিভ অভিজ্ঞতা দেবে।

মাহিন্দ্রা ফাইন্যান্সের এমডি এবং সিইও- মনোনীত রাউল রেবেলো বলেন, "আমরা মাহিন্দ্রা ফাইন্যান্সে গ্রাহকদের আরও ভালো পরিষেবা দেওয়ার জন্য ডিজিটাল আর্থিক সমাধান আনতে আগ্রহী। সুপার অ্যাপ হল একটি কৌশলগত পদক্ষেপ যা মূল ব্যবসার বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে কার্যকরী পদ্ধতিতে, যা সব-চ্যানেলের ক্ষমতাকে একত্রিত করে। এটি উদীয়মান ভারতের জন্য হাইপার-পার্সোনালাইজড সমাধান তৈরি করতেও আমাদের ক্ষমতায়ন করবে।" আইবিএম কনসাল্টিং ইন্ডিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার ম্যানেজিং পার্টনার ঋষি অরোরা বলেন, "সুপার অ্যাপস-এর আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রে যুগ পরিবর্তন করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চতর গ্রাহক সম্পৃক্ততা সক্ষম করে এবং নতুন ব্যবসায়িক মডেল প্রকাশ করে।"

হিলটনের সঙ্গে দীপিকা পাড়ুকোনের গ্লোবাল পার্টনারশিপ

কলকাতা: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ - হিলটন ভারতীয় অভিনেত্রী, প্রযোজক, সমাজসেবী এবং উদ্যোক্তা, দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে একটি গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর পার্টনারশিপের কথা ঘোষণা করেছে। এই অংশীদারিত্ব হল হিলটনের প্রথম বিশ্বব্যাপী বিপণন প্ল্যাটফর্ম, 'হিলটন ফর দ্য স্টে'-এর সম্প্রসারণের জন্য যা ভারতে ক্রমাগত বাড়তে থাকা ভ্রমণের চাহিদার সময় ভ্রমণকালে আপনি ঠিক কোথায় থাকবেন, তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেই বিষয়ের ওপর নজর দেয়। বিনোদন শিল্পে এবং তার বাইরেও অনুপ্রেরণামূলক যাত্রার জন্য স্বীকৃত, দীপিকা আধুনিক ভারতের চেতনাকে মূর্ত করে এবং ভারতীয় ভ্রমণার্থীদের আকাঙ্ক্ষা ও নীতির সঙ্গে অনুরণিত হন। তাঁর সহনশীলতা, উদ্ভাবন এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা হিলটনের মিশনকে পরিপূরণ করে, যা তাঁকে হিলটনের গ্লোবাল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মে অ্যাম্বাসেডর করার জন্য আদর্শ পছন্দ করে তোলে। দীপিকার দর্শকদের সঙ্গে তাঁর যোগ সত্যতা এবং শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর বিভক্তির ওপর নির্ভরশীল যা হিলটনের সার্ভিস ফিলোসফির কেন্দ্রবিন্দু। 'হিলটন ফর দ্য স্টে' ২০২২ সালের জুলাই মাসে চালু করা হয়েছিল। এটি ভ্রমণকালে 'কোথায় থাকবেন' তার গুরুত্ব তুলে ধরে যা কোনও ভ্রমণকে ভালোও করে তুলতে পারে আবার খারাপও।

হিলটনের চিফ মার্কেটিং অফিসার মার্ক ওয়েনেস্টেইন বলেছেন, "দীপিকার আইকনিক স্ট্যাটাস এবং আধুনিকতার সাথে ঐতিহ্যকে অনায়াসে বাধার ক্ষমতা তাঁকে হিলটনের আদর্শ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করে তোলে।" দীপিকা পাড়ুকোন জানিয়েছেন, ভারতীয়দের জন্য গ্লোবালি 'দ্য স্টে'-এর গুরুত্ব শেয়ার করতে হিলটনের মতো একটি গ্লোবাল ব্র্যান্ডের অংশীদার হতে পেরে তিনি গর্বিত।

ভিইসিভি ভারত মোবিলিটি গ্লোবাল এক্সপো ২০২৪-এ অংশগ্রহণ

কলকাতা: ভিই কমার্শিয়াল ভেহিকেল, ভলভো গ্রুপ এবং আইশার মোটরসের মধ্যে একটি যৌথ উদ্যোগ, ভারত মোবিলিটি গ্লোবাল এক্সপো ২০২৪-এ বিশ্ব ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত মোবিলিটি সমাধানের জন্য মেড-ইন-ইন্ডিয়া প্রদর্শন করে। টেকসই এবং পরিবেশ-বান্ধব মোবিলিটি সমাধানের এডিশন ইলেকট্রিকাল রেঞ্জে রয়েছে। ট্রাক এবং বাস যা গ্রাহক এবং পরিবহনকারীদের একটি প্রো বিজনেস, প্রো প্ল্যানেটচয়েস-এর সুবিধা প্রদান করবে।

সুইডেনের ভলভো গ্রুপ এবং ভারতের আইশার মোটরসের মধ্যে একটি সফল উদ্যোগ হিসাবে ১৫ বছর স্মরণে, ভিইসিভি টেকসই প্রযুক্তি, উন্নত প্রোডাক্ট পরিসর এবং অত্যাধুনিক উত্পাদনের মাধ্যমে মেক ইন ইন্ডিয়ার উদাহরণ হওয়ার প্রতিশ্রুতিকে সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করছে।

ভিই কমার্শিয়াল ভেহিকেলসের এমডি এবং চেয়ারম্যান, বিনোদ আগরওয়াল জানিয়েছেন, "আমরা ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের আইশার এবং ভলভো রেঞ্জের বিকল্প জ্বালানি সমাধান প্রদর্শনের সুযোগের একটি গ্রিন এবং পরিবহন ইকোসিস্টেম গঠনের জন্য প্রস্তুত। এই সমাধানগুলি শুধুমাত্র ভারতে একটি রূপান্তরমূলক ভূমিকা পালন করবে না, বরং ৪০ টিরও বেশি দেশে পরিচ্ছন্ন পরিবহণকে সমর্থন করবে।"

তরুণদের দক্ষ করে তুলতে এনএসডিসি-এর সেন্টার ফর ফিউচার স্কিলস

কলকাতা: তরুণদের উচ্চ-মানের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিতে এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত-এর রূপায়ণে তরুণদের অনুঘটক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য, ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, এথনোটেক অ্যাকাডেমিক সলিউশনের সহযোগিতায় বেঙ্গালুরুর কর্ণাটকের কালাবুরাগিতে সেন্টার ফর ফিউচার স্কিলস চালু করেছে।

শ্রী সুভাষ সরকার, ভারত সরকারের মাননীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য উমেশ যাদব, শ্রী বেদ মণি তিওয়ারি, সিইও, এনএসডিসি এবং এমডি, এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনাল; ডঃ প্রতাপসিংহ দেশাই, প্রেসিডেন্ট, ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর টেকনিক্যাল ইনফরমেশন; ডাঃ কিরণ কে রাজন্না, চেয়ারম্যান, এথনোটেক গ্রুপ অফ কোম্পানিজ; ডাঃ ভীমাশঙ্কর সি বিলগুন্ডি, সভাপতি, এইচকেই সোসাইটি, কালাবুর্গী; আর. ভেলরাজ, ভাইস চ্যান্সেলর, আন্না বিশ্ববিদ্যালয়, চেন্নাই; প্রফেসর (ড.) বুটা সিং সিধু, ভাইস চ্যান্সেলর, মহারাজা রঞ্জিত সিং পাঞ্জাব টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, বাতিন্দা; এবং ড. এস.এন. সিং, ডিরেক্টর, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, গোয়ালিয়র প্রমুখ।

নতুন যুগের শিক্ষার সঙ্গে ট্রাডিশনাল শিক্ষার মিলনে পরিকল্পিত প্ল্যাটফর্মটি দক্ষতা পূরণে এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইন্টার্নশিপ এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বাড়াবে। শ্রী সুভাষ সরকার বলেন, "এনএসডিসি সেন্টার ফর ফিউচার স্কিল-এর উদ্বোধন আমাদের দেশে দক্ষতা উন্নয়ন ও শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পথ নির্দেশ করে।"

আন্তর্জাতিক কৌশলগত বিনিয়োগকারী টিসিজি-এর টেক্সটাইলে প্রবেশ

কলকাতা: গার্ডেন সিল্ক মিলস প্রাইভেট লিমিটেড-এ ১২৫০ কোটি টাকার এফডিওয়াই ইয়ার্ন এক্সপানশন প্রকল্প নিয়ে চ্যাটার্জি গ্রুপ, তার দূরদর্শী চেয়ারম্যান ডঃ পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জির নেতৃত্বে টেক্সটাইল সেক্টরে প্রবেশ করেছে। জোলওয়া-তে গ্রুপের অত্যাধুনিক উৎপাদন কারখানার সঙ্গে, উচ্চ মানের পলিয়েস্টার চিপস, পিওওয়াই, এফডিআই এবং অন্যান্য বিশেষ সুতা বানিয়ে এবং আইকনিক গার্ডেন ভারেলি ব্র্যান্ডের শাড়ি এবং পোশাক সামগ্রীর সমসাময়িক সংগ্রহ তৈরি করে, চ্যাটার্জি গ্রুপ, যা বিশ্বব্যাপী ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে, তা এই শিল্পে আগামীকালের প্রাঙ্গন তৈরি করছে।

"আমরা এমসিপিআই এবং জিএসেমপিএল-এ ডঃ পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জি, চেয়ারম্যান, TCG-এর শক্তিশালী টেক্সটাইল ভিশন উপলব্ধি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" - ডিপি পাত্র, হোল টাইম ডিরেক্টর এবং সিইও, এমসিপিআই। টেক্সটাইলে প্রবেশের সঙ্গে, টিসিজি-এর লক্ষ্য আগামী বছরগুলিতে পিটিএ-পলিয়েস্টার ডাউনস্ট্রিম সেগমেন্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা। জিএসএমপিএল এবং এমসিপিআই উভয়ই আগামী বছরগুলিতে বিভিন্ন পলিয়েস্টার বিভাগে তাদের পদচিহ্ন বাড়াতে চাইছে। এমসিপিআই, জিএসএমপিএল এর সুতার ব্যবসাকে সমর্থন করতে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ভাল মানের পিটিএ সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে, যা বর্তমানে শিল্পের জন্য মন্দার মধ্যে রয়েছে। নতুন এফডিওয়াই-তে সুতা বানানোর সুবিধাগুলিতে বড় বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ উন্নত করতে প্ল্যান্টে ২২০ কেভিএ বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়েছে। কোম্পানিটি সামগ্রিক কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে হাইব্রিড পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগ করেছে।

এটমাস্টকো লিমিটেড কোম্পানি আইপিও খোলার ঘোষণা করেছে

কলকাতা: এটমাস্টকো লিমিটেড (ATMATSCO LIMITED) একটি নেতৃস্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকিউরমেন্ট এবং কনস্ট্রাকশন (ইপিসি) কোম্পানিটি এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে সাবস্ক্রিপশনের জন্য তার প্রাইমারি পাবলিক অফার (আইপিও) খোলার ঘোষণা করেছে। ছত্তিশগড়ের ভিলাইয়ের সদর দপ্তরে কোম্পানিটি ৭৩,০৫,৬০০ ইক্যুইটি শেয়ার অফার করেছে, যার মধ্যে নতুন ইস্যু হিসাবে ৫৪,৮০,০০০ ইক্যুইটি শেয়ার রয়েছে এবং অফার ফর সেল-এর মাধ্যমে ১৮,২৫,৬০০ ইক্যুইটি শেয়ার রয়েছে। এটমাস্টকো লিমিটেড এনএসই-তে তালিকাভুক্ত হবে। আইপিও থেকে প্রাপ্ত অর্থ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রয়োজনীয়তা এবং লোন রিপেমেন্টজন্য ব্যবহার করা হবে যাতে ইপিসি সেক্টরে নতুন চুক্তির মাধ্যমে প্রযুক্তি সমাধান প্রদানকারী হয়ে ওঠে। ইপিসি সেক্টর থেকে যে প্রফিট পাওয়া যাবে তা তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান এটমাস্টকো ডিফেন্স সিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরিতে ব্যবহার করা হবে। চলমান প্রকল্পের সাথে ৭২০ কোটি টাকা, কোম্পানি গত তিন বছরে ধারাবাহিকভাবে লাভজনক হয়ে উঠেছে। কোম্পানিটি আগের আর্থিক বছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্বের পরিমান ১৫৬% বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে। কোম্পানির মূল প্রবর্তক হলেন সুব্রামানিয়াম স্বামীনাথন আইয়ার, ভেঙ্কটারমন গণেশন এবং জয়সুধা আইয়ার, যাদের তিন দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মিঃ সুব্রামানিয়াম স্বামীনাথন, জানিয়েছেন, " সমগ্র ভারতে উপস্থিতির সঙ্গে কোম্পানি ২৫০ জনের বেশি কর্মী নিয়ে একটি ডেডিকেটেড ওয়ার্কফোর্স তৈরি করেছে এবং ২৪০০০ টনের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে, যা শিল্পক্ষেত্রে আমাদের কোম্পানিকে মূল স্রোতে থাকতে সাহায্য করেছে। শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্কেলে আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা ইন্সটলড ক্যাপাসিটিতে আমাদের দেশের মধ্যে অন্যতম করে তুলেছে।"

ফান্ড উৎপাদন খাতে গুরুত্ব কানাড়া রোবেকো মিউচুয়ালের

দুর্গাপুর: ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীনতম মিউচুয়াল ফান্ড, কানাড়া রোবেকো মিউচুয়াল ফান্ড ঘোষণা করেছে যে, ভারতের পরবর্তী উৎপাদন কেন্দ্র হওয়ার সম্ভাবনায় ক্যাপিটালাইজ করার প্রয়াসে কানারা রোবেকো ম্যানুফ্যাকচারিং ফান্ড চালু করা হয়েছে। তহবিলটি একটি ওপেন-এন্ডেড ইকুইটি স্কিম যা ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিং থিমকে রিপ্রেসেন্ট করে এবং এসঅ্যান্ডপি বিএসই ইন্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারিং টিআরআই-এর বিপরীতে বেঞ্চমার্ক করা হয়। এনএফও, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ খোলা হবে। এবং ১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত খোলা থাকবে।

কানাড়া রোবেকো মিউচুয়াল ফান্ডের সিইও রজনীশ নারুলা বলেছেন, "এই ফান্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বাজারে প্রবেশ করতে চলেছে, যখন ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং কর্মজীবী জনসংখ্যা বাড়ছে। ভারতে ক্রমবর্ধমান ডোমেস্টিক চাহিদা, ফেবারেবল পলিসি রিফর্ম, শক্তিশালী এবং কর্পোরেট ব্যালেন্স শীট এবং একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে এই তহবিলটি প্রতিষ্ঠিত বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত হবে।"

এই তহবিলের মাধ্যমে, বিনিয়োগকারীদের ভারতের উৎপাদন বৃদ্ধির গল্পের অংশ হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। কানাড়া রোবেকোর হেড ইকুইটিজের শ্রীদত্ত ভান্ডওয়ালদার বলেছেন, "তহবিলটি উৎপাদন প্রবণতা এবং সুযোগগুলিকে ক্যাপিটালাইজ করার লক্ষ্যে একটি প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ করবে, প্রাসঙ্গিক সেক্টরগুলিতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং থিমকে রিপ্রেসেন্ট করবে।"

নাবালিকা খুনের আসামিকে দুই দিনের পুলিশ হেফাজত

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: নাবালিকাকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় ধৃতকে ফের আদালতে পেশ করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ধৃতকে আরও দুদিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করে আদালত। উল্লেখ্য গত ২৯ জানুয়ারি নাবালিকার নিখোঁজের অভিযোগ ওঠে। ৩১ জানুয়ারি গভীর রাতে নাবালিকার ধড় ও মুণ্ডু কাটা দেহ উদ্ধার হয়। পরদিন অভিযুক্তকে আদালতের মাধ্যমে পুলিশে হেপাজতে নেয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। আইনজীবী দেবজ্যোতি পাল বলেন, এইদিন ফের ধৃতকে দুদিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। আপাতত ঘটনার তদন্তে খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র, রক্তমাখা একাধিক সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে রক্তমাখা মাটি ফরেন্সিকে পাঠানো হয়েছে। দুটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে ধৃত যুবককে শনাক্ত করা গিয়েছে।

পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অপেক্ষায় অভিভাবকরা।

নিহত কর্মীর পরিবারের পাশে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: গুলি কান্ডে নিহত দিনহাটা শিমুলতলার বিজেপি কর্মী প্রশান্ত বসুনিয়ার অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়াল কোচবিহার জেলা বিজেপি। শুক্রবার দুপুর দুটো নাগাদ কোচবিহার জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে জেলা বিজেপির সম্পাদক অজয় রায় নিহত বিজেপি কর্মী প্রশান্ত বসুনিয়ার অসুস্থ বাবা ও তার মায়ের হাতে বিশেষ আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। আর্থিক সাহায্য পেয়ে নিহত ওই বিজেপি কর্মী প্রশান্ত বসুনিয়ার মা জানান, তার ছেলে মারা যাওয়ার পর থেকেই বিজেপি পার্টি ও নেতৃত্বরা সর্বদাই তাদের পাশে রয়েছে। এই বিষয়ে কোচবিহার জেলা বিজেপি সম্পাদক অজয় রায় জানান, প্রশান্ত বসুনিয়ার মতো সক্রিয় কর্মীর মারা যাওয়াটা দলের অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি আরো জানান, প্রশান্ত বসুনিয়া

মারা যাওয়ার পর থেকেই দল সর্বদাই বিপদে আপদে তার পরিবারের পাশে রয়েছে এবং আগামীতেও থাকবে। উল্লেখ্য গত বছর ২'রা জুন নিজের বাড়িতে ঘরের ভিতরে গুলিবদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান দিনহাটা পুটিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সক্রিয় বিজেপি কর্মী প্রশান্ত বসুনিয়া। মৃত্যুর পর থেকেই বিজেপি ও তার পরিবারের অভিযোগ ছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই প্রশান্তকে খুন করেছে। যদিও পরবর্তীতে তদন্তে নেমে কোচবিহার জেলা পুলিশ খুনের কিনারা করে ফেলে।

সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে বিজেপির আন্দোলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে বিজেপির আন্দোলনে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি হল পুলিশ কর্মীদের। ১৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার দুপুরে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। সে মতোই দুপুর ১ টা নাগাদ বিজেপির কোচবিহার জেলা পার্টি অফিস থেকে বিজেপির মিছিল বের হয়। ওই মিছিল সাগরদিঘি পাড়ে পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে পৌঁছালে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আগে থেকেই পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। সে মতো দুটি বাঁশের ব্যারিকেড তৈরি করে ঘিরে নেওয়া হয়েছিল পুলিশ সুপারের অফিস। বিজেপি কর্মীরা মিছিল নিয়ে গিয়ে একটি ব্যারিকেড ভেঙে ফেলে। আরেকটি ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে পুলিশ বাঁধা দেয়। পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়ে যায়। পরে অবশ্য কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করেন কোচবিহার জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি কর্মীরা শহরে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করে। সাগরদিঘির পাড়ে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি থাকা একটি ফ্লেক্স বিজেপির সহ সভাপতি উৎপল দাস ছিঁড়ে দেয় বলে অভিযোগ। বিজেপি অবশ্য ওই অভিযোগ ঠিক নয় বলে দাবি করেছে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, “তৃণমূল রাজ্য জুড়ে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করেছে। সন্দেশখালির ঘটনা কেউ মেনে নিতে পারে না। পুলিশ শাসক দলকে মদত দিচ্ছে। এ জন্য মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে।” উৎপল বলেন, “তৃণমূল মিথ্যে অভিযোগ করছে।” তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, “গোটা জেলা থেকে কিছু লোক নিয়ে এসে শহরে উশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করেছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী পুরসভার কর মুকুব করেছে। সে কারণে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফ্লেক্স লাগিয়েছে নাগরিকরা। সেই ফ্লেক্স ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষই এর জবাব দেবে।”

অবৈধ গাঁজা গাছ কাটলো পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: ফের অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালালো দিনহাটা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুর একটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত দিনহাটা-১ নম্বর ব্লকের বড় আটিয়াবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাড়ে সাত বিঘে জমির অবৈধ গাঁজা গাছ কেটে সেগুলিতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয় দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল দিনহাটা-১ নম্বর ব্লকের বড় আটিয়াবাড়ি এলাকায় যায়। তারা একের পর জমির অবৈধ গাঁজা গাছ কেটে দেয়। সেই গাঁজা গাছগুলি একসঙ্গে জড়ো করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এইভাবেই দিনভর অভিযান চালিয়ে সাড়ে সাত বিঘে জমির অবৈধ গাঁজা গাছ নষ্ট করা হয় বলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

ক্ষুদ্র ঋণ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ঋণ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ ও অতিরিক্ত জেলাশাসক জামিল ফতেমা জেবা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে সবুজ পতাকা উড়িয়ে ট্যাবলোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে। মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ বলেন, শনিবার গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ঋণ মেলা অনুষ্ঠিত হবে মালদায়। মানুষকে সচেতন করতে ট্যাবলো পরিক্রমা করবে মানিকচক, রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর, কালিয়াচক সহ বিভিন্ন ব্লকে। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বৃত্ত নিগম দপ্তরের আয়োজনে সংখ্যালঘু স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের ঋণ প্রদান করা হবে লোন মেলার মাধ্যমে। এই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে বিভিন্ন ব্লকে ঘুরে প্রচার চালাবে লোন মেলার ট্যাবলো। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় আগামী দিনে অনুষ্ঠিত হবে লোন মেলা।

পরীক্ষা দিতে পারল না উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: সাহেবগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রে দেরিতে আসায় পরীক্ষা দিতে পারলো না এক পরীক্ষার্থী। শুক্রবার দুপুর বারোটা দশ মিনিট নাগাদ এমন ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়। প্রসঙ্গত শুক্রবার ছিল উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম দিনের বাংলা পরীক্ষা। সকাল নয়টা ৪৫ মিনিটে শুরু হয়ে দুপুর একটা পর্যন্ত চলবে এই পরীক্ষা। তবে এদিন দুপুর বারোটা দশ মিনিট নাগাদ সাহেবগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পৌঁছায় খোঁচাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী আরিফ হোসেন। তবে দুই ঘণ্টা পেরিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পৌঁছালে সেই পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে অনুমতি না দেওয়ায়, অবশেষে সেই পরীক্ষার্থী আরিফ হোসেন পরীক্ষা দিতে পারলো না। যদিও পরীক্ষার্থীর অভিভাবক জানান যে আরিফ অসুস্থ থাকায়

তাকে নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে দেরি হয়। তবে তাদের কাছে চিকিৎসার কোনরকম কাগজপত্র না থাকায় পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে দেয়নি পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বরত পরীক্ষকরা। এই বিষয়ে সাহেবগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ননীগোপাল বর্মন ফোনে জানান, ওই পরীক্ষার্থীর কাছে চিকিৎসার কোনরকম কাগজপত্র ছিল না এবং সে দু'ঘণ্টা পেরিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছেছে তাই তাকে আমরা পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে দিতে পারিনি।

কোচবিহারে অল বেঙ্গল চেস টুর্নামেন্ট

সুবীর হোড়, কোচবিহার: কোচবিহার সাব ডিভিশনাল প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো অল বেঙ্গল রেপিড চেস টুর্নামেন্ট ২০২৪। আধুনিকতার সাথে সাথে প্রায় হারিয়ে গেছে এই দাবা খেলা। এখন শুধুই ঝোঁক মোবাইল, কম্পিউটারের ওপর। খেলার মাঠে ব্যাট বল হাতে নিয়ে দেখা গেলেও দেখা যায় না দাবা প্রতিযোগিতায়। এই খেলাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কোচবিহার সাব ডিভিশনাল প্রেসক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো অল বেঙ্গল রেপিড চেস টুর্নামেন্ট। এই প্রতিযোগিতায় প্রায় শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। তিনটি বিভাগে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন কোচবিহার পৌরসভার পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, সদর মহকুমাশাসক কুন্তল ব্যানার্জি সহ আরো অন্যান্য অতিথিরা। এদিন এই অনুষ্ঠানে জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান

ভট্টাচার্য ও কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এই খেলার শুভ উদ্বোধন করেন। এই খেলায় দূর দূরান্ত থেকেও প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে এই দাবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার পর তাদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি যেসব প্রতিযোগী বিজয়ী হন তাদের সার্টিফিকেট, ট্রফি ছাড়াও তাদের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়। এই চেস টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা বলেন, কোচবিহার সাব ডিভিশনাল প্রেস ক্লাব খুব ভালো একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তারা বলেন আমাদের এইভাবে খেলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমরা অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগী কৃতজ্ঞতা জানাই কোচবিহার সাব ডিভিশনাল প্রেসক্লাবকে। আমরা চাই এইরকম আরো ভালো ভালো কম্পিটিশন আমাদের সামনে তুলে ধরলে আমরা তাতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবো। তাছাড়াও একটি গ্রন্থাগার উদ্বোধন করা হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at ‘Janabarta’ Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96